পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ উপদেশ আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমাদের সমুদায় মানসিক প্রকৃতিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, সুতরাং লোকের তাহা পরিত্যাগ করা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছি। যখন পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই সমস্ত শুভকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উদ্বাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া, সংসারাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক, তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদ্বাহবন্ধন যে কেবল মনুষ্য জাতিরই স্বভাব-সিদ্ধ, এমত নহে। আমরা পশু এবং পক্ষিশ্রেণীর মধ্যেও দেখিতে পাই যে, অনেক জন্তু চিরজীবন যুগবদ্ধ হইয়া বাস করে। সন্তানাদি উৎপাদনের এবং প্রতিপালনের সময় অতিক্রান্ত হইলেও, তাহারা পরস্পর একত্র কালযাপন করে। এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে, বিবাহ যে ঈশ্বরানুমোদিত পবিত্র রীতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেই যে হইল, তাহা নয়; স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর একমতাবলম্বী না হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সৎ ও ধার্ম্মিক স্বামী লাভ করা স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ এবং পুরুষের পক্ষেও চরিত্রবতী এবং সদ্‌গুণসম্পন্না স্ত্রী লাভ করা ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত মিলন না হইলে, পারিবারিক জীবন তিক্ত হইয়া উঠে। বিবাহের আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মার মিলনই প্রকৃত বিবাহ। দেহের মিলন ইহলোকের, তাহার উদ্দেশ্য সমাজ সংরক্ষণ। স্ত্রী পুরুষ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং উভয়ে তুল্য সৎস্বভাবান্বিত হইলে, আমাদিগের গার্হস্থ্যজীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইতে পারে। গার্হস্থ্য-শাসনে সামর্থ্য লাভই নরনারীর সমীচীন সাধনের উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি যথা-কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সম্মিলিত জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করিলে, নিশ্চয়ই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যখন স্ত্রী পুরুষ যথানিয়মে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তখনই তাঁহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য পবিত্রব্রতে ব্রতী হওয়া হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন। তাঁহারা একে অপরের দুঃখ বিমোচন ও সুখসংবর্দ্ধন-রূপ কর্ত্তব্যসাধনে নিয়োজিত হইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পবিত্র প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, গৃহধর্ম্ম পালন করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইল।

যাহাতে আমরা সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, সুখশান্তি লাভ

করিতে পারি, পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযোগী শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গৃহধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও জনসমাজের শ্রী বৃদ্ধি-সাধন, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মীয়মণ্ডলীর সন্তোষসাধন, এই সমস্ত বিষয় যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

গৃহধর্ম্মের মধ্যে সন্তান পালন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। সন্তানগণ দোষযুক্ত ও শারীরিক মানসিক বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে,পিতা মাতাকে তজ্জন্য দায়ী হইতে হইবে। পিতা মাতার উপযুক্ত শাসনের অভাবে সন্তান কুপথগামী হইলে তজ্জন্য তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত, পিতা মাতাকে অতি সাবধানে নিজের শরীর ও মনের অবস্থা উত্তম রাখিতে হইবে।

অন্তঃসত্বাকালে জননীর মন ও শরীর উত্তম না রাখিলে, সন্তানের স্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা কর্ত্তব্যানুরাগী ও আপন সন্তানগণের শুভ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে নিজের স্বাস্থ্য উত্তম রাখিতে হইবে এবং নির্ম্মল চরিত্র যুক্ত হইতে হইবে।

জনক অপেক্ষা জননীর চরিত্রের দোষ-গুণ সন্তানগণ অধিক প্রাপ্ত হয়; কারণ, শৈশবাবধি সন্তান অধিক সময় জননীর নিকটে থাকে। সন্তানের খাদ্য, পরিচ্ছদ ও খেলা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের সহিত জননীর সংস্রব রহিয়াছে। এই জন্য, জননীর স্বভাবগত দোষগুণই সন্তানে অধিক বর্ত্তে।

পুত্র কন্যাকে উত্তমরূপ প্রতিপালন, সুশিক্ষা প্রদান ও তাহাদের সুখসাধনের উপায় করা, জনক জননীর অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ-স্বরূপ।

পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানগণের শিক্ষাসাধনের উপায় অবধারণ করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অপারগ হইলে, চতুর্দ্দিকেই মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হয়।

পিতা মাতার অসমর্থতা হেতু যদি সন্তানকে কষ্ট পাইতে হয়, অথবা সন্তানের সুশিক্ষা লাভের ব্যাঘাত ঘটে, তবে সে জন্য পিতা মাতাকে দায়ী হইতে হইবে। গৃহকার্য্য, আত্মীয়বর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সন্তান পালন বিষয়ে স্ত্রীদিগের নিপুণতা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক; কারণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে সুনিপুণ হওয়া যেমন পুরুষদিগের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ গৃহকর্ম্মে এবং সন্তানপালনে সুশিক্ষিতা হওয়াও স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য। যে সকল নিয়মানুসারে চলিলে, নিজের ও সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে, তাহার উপায় বিধান করা জননীর প্রধান কর্ত্তব্য, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান উপার্জ্জন করা জননীর একটী প্রধান কার্য্য।

শিশু সন্তানদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অপর একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যে ভাবে শিক্ষা দান করিলে, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদয় পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত হয় এবং নিকৃষ্টবৃত্তি সমূহ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, সন্তানগণকে সেইরূপ শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। শিশুগণ যে সকল বিষয় দর্শন করে, সর্ব্বদা জননীর নিকট সেই সকল বিষয় লইয়া, "এটা কি?" "ওটা কি?" "এরূপ হয় কেন?" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। জননীর ঐ সকল প্রশ্নের যথার্থ সদুত্তর দান করা কর্ত্তব্য। জননীগণ যদি প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অবগত না হন এবং তত্তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় কুসংস্কার তাঁহাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিই তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, তবে তাহাদিগের ভবিষ্যতে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; কারণ জননী প্রদত্ত শৈশবের শিক্ষাই সন্তানের জীবনে আজীবন কার্য্য করে। শিশুকাল হইতে যে সকল বিষয় অভ্যস্ত হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সেই অভ্যাসগুলি দূর করা অতীব কঠিন হইয়া উঠে। শৈশব হইতে মিথ্যা বলিতে অথবা হিংসা করিতে শিখিলে পরিণত বয়সে ঐ সকল প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কোন দ্রব্য চাহিলে, উহা গৃহে থাকা সত্বেও যদি জননী অস্বীকার করেন, অথবা সন্তানকে অস্বীকার করিতে শিখান, তবে সন্তানের ঐরূপ করা অভ্যাস হয়। সুতরাং জননীর প্রদত্ত শিক্ষার উপরেই সন্তানের সদসৎ চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

স্ত্রীগণ সুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, গৃহে সুখের পরিসীমা থাকে না। সন্তানগণ শৈশবাবধি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, উত্তরকালে পূণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিতে পারে। আশৈশব যাহাতে সন্তান কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। শিশুদিগকে কার্য্যকরী বৃত্তির বশবর্ত্তী করিলে, অতি সহজেই শিক্ষা দান করা যায়; কারণ কোন বিষয়ে শতবর্ষ উপদেশ প্রদান করিলেও যাহা না হয়, অনুষ্ঠান দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বদা সৎ বিষয় উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা অনুষ্ঠান দ্বারা উহার উত্তমতা প্রতিপন্ন করা অধিক সহজ এবং ফলদায়ক। অতএব দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক শিশুদিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্ত্তমান সময়ে কুসঙ্গ হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সন্তানগণ গৃহে থাকিতে ভালবাসে না। গৃহ এমন আমোদজনক করিয়া তুলিতে হইবে যে, সন্তানগণ গৃহে থাকিয়া সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। তাহারা গৃহে যেন সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদে যোগ দান করিতে পারে।

পিতা মাতা ভাই ভগিনীর মধ্যে রাখিয়া, সন্তানদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে দিলে আর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানগণকে বাহিরের নানা-প্রকার লোকের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্টতা করিতে দেওয়া ভাল নয়। এতদ্দ্বারা অদৃশ্যভাবে চরিত্র নানা দোষে দুষিত হইতে পারে। যখন দেখা যাইবে বালক বালিকা পিতা মাতা ভাই ভগিনীর সহিত গৃহে থাকিতে ভালবাসে না, তখনই জানিতে হইবে, বালকের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে।

শিশুরা স্বভাবতঃ অনুচিকীর্ষু। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার দেখিতে পায়, সেইরূপ শিক্ষা করে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের ব্যবহার অনুসারে তাহারা উত্তম অথবা মন্দ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বালক বালিকাদিগকে সুশীল করিতে হইলে, জনক জননী এবং পরিবারস্থ সকলকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে। শিশুদিগকে সতত তিরস্কার করা, প্রচণ্ডরূপ তাড়না করা ও শারীরিক দণ্ড বিধান করা, অতীব অনিষ্টকর। তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রোধাদি রিপু প্রবল হইয়া থাকে। সন্তানগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার অভিলাষ থাকিলে, তাহাদের সমক্ষে সতত সদাচরণ করিতে হইবে। জনক জননীকে সর্ব্বদা রাগ, দ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ ও অপরাপর কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগের চরিত্রেও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হইতে থাকে। যে গৃহের জনক জননী প্রকৃত দম্পতী নামের উপযুক্ত হইয়াছেন ও যে গৃহে প্রতিনিয়ত সুখ ও সন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সেই গৃহই শিশুগণের উপযুক্ত স্থান।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

বিষম জ্বরের ঔষধ।

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী মিলিত দুই তোলা, অর্থাৎ প্রত্যেকে ॥৵১০। (কটকী ॥৵১০ দিলে যদি তরল ভেদ হয়, তবে মাত্রা কম করিয়া দিতে হইবে)। অর্দ্ধ সের জলে জাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে অবিচ্ছেদ বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

দ্বৈকালিক জ্বর।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা, আক-নাদি ও কটকী মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধ সের জলে জাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দ্বৈকালিক জ্বর আরোগ্য হয়।

প্রাত্যহিক একবার করিয়া জ্বর।

নিমছাল, পটোলপত্র, কিসমিস, ত্রিফলা

(হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) মুথা ও ইন্দ্রযব মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রতিদিন একবার যে জ্বর হয়, তাহা প্রশমিত হয়।

বিবিধ প্রকার জ্বর।

চিরতা, গুলঞ্চ, ও শুট মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা পানে একদিন অন্তর যে জ্বর তাহা নিবৃত্ত হয়।

গুলঞ্চ, আমলা ও মুথা এই তিন দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাথ প্রস্তুত করিয়া ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুই দিন অন্তর যে জ্বর তাহা বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি কাথ।

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে ইক্ষু চিনি ২।৩ আনা এবং মধু ২।৩ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি কাথ।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, রক্ত চন্দন, বেণার মূল, ও ধনে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু ও চিনি। এই কাথে তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসকাদি কাথ।

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী, ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা। পূর্ব্ববৎ কাথ প্রস্তুত করিবে। কাথ শীতল হইলে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থিক জ্বর আরাম হয়।

মহাবলাদি কাথ।

গোরক্ষ চাকুলের মূল ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সকল প্রকার বিষমজ্বর ২।৩ দিনে বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, আমলা, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিল্বমূলের ছাল, সোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, ও দুরালভা মিলিত ২ তোলা পূর্ব্ববৎ কাথ। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও দ্বন্দজ প্রভৃতি রাত্রি জ্বর বিনষ্ট হয়।

পালা জ্বর।

আপাঙ্গের শিকড়ের রসের ঘ্রাণ একদিন কিম্বা দুই দিন লইলে পালা জ্বর উপশমিত হয়।

অপরাজিতার পাতার রসের নস্য গ্রহণ করিলে পুরাতন পালাজ্বর সারে।

বৈশাখের হেঁয়ালির উত্তর।

'আমার' নাহিক 'মার,' 'লোহার' নাহিক 'হার,'
'কএক' নাহিক 'এক' অবশিষ্ট যাহা রয়,
পাছু পাছু পাছু করি বসাইলে, হরি, হরি!
আদি হুয়ে তিন(ই) সম* মধ্য শেষে ব্যক্তি হয়।
আদি শেষ যদি লই, ইক্ষুদণ্ড তবে পাই,
তবে, বুঝি, এই তিনে সেই বস্তু মহাশয়। ১

স্বরবর্ণশ্রেণীমধ্যে দ্বিতীয় সে রয়†
হইবে কুলুপ তায় 'তাল'ফল্ ধর,
'রাজ' তায় হবে ভূপ ; বল মহাশয়
সত্য কিনা সেই বর্ণ প্রশ্নের উত্তর ?
সবিশেষ প্রমাণের কিবা প্রয়োজন ?
'গজ,' 'দাগ' আদি সহ মিলাইয়া লন। ২

'পা' আর 'হাড়' হুয়ে "পাহাড়" হইল,
বিরাট আকার তার গগন স্পর্শিল।
পদ অপভ্রংশে লোকে 'পা' এই কয়,
অস্থি অপভ্রংশে 'হাড়' জানি মহাশয়। ৩

‡ মেঘের শরীর বাষ্প প্রিয়তম তার,—
নহে কহ কার কার প্রিয়তম তার ?
মেঘ, বাষ্প, দোঁহাকারি সিন্ধুগর্ভে স্থান,
'মেঘ'(ও) 'না'য় 'মেঘনা' নদের নিরমাণ।
মেঘের গভীর নাদে শিহরে পরাণী,
'মেঘ' তবে প্রশ্নের উত্তর এই জানি। ৪

নূতন সংবাদ।

১। ঢাকা মেডিকাল স্কুল হইতে এবার একটী স্ত্রীলোক ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। ইটালীর ক্লুজিয়া নগরের এক শিল্পীর স্ত্রী এককালে ৪টী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং ৪টীই জীবিত আছে। নগরাধ্যক্ষ তাহাদের জলসংস্কারের দিনে এক প্রকাণ্ড উৎসব করিয়া ৪টী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছেন---ডান্টি, পেট্রার্ক, টাসো ও অরিয়াষ্টো।

৩। পেসোয়ারে আগুন লাগিয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল নগর দাহ করে। প্রভূত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৪। বামাবোধিনীর পাঠিকারা জানেন সম্প্রতি কাউনটেস কানাভার নাম্নী এক ধনাঢ্যা বিদ্যাবতী মহিলা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ কয়েক মাস হইল সিংহলে আসিয়াছেন। গত ৩০শে এপ্রেল তত্রত্য মহিলাদিগকে লইয়া সঙ্ঘমিত্রা আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৫। আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ন্যায় কাশীতে একটী অন্তর্জাতিক ধর্ম্ম-মণ্ডলীর অধিবেশন হইবার কথা।

---

*'আলো'তে সকলি, সত্য, সমান দেখায়।
কাজ কি কেবল তিন বর্ণের কথায় ?

† । আকার।

‡ ইহার উত্তর 'ননদ'। বা, বো, স।

৬। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ স্বর্গীয়া কৈলাস-কামিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা সহকারে তাঁহার পচম্বার বাটীতে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ৭।৮ শত গরিবকে খাদ্য ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গারোহণের ১৫ দিন পরে হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে, তথায়ও একটী স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস—শ্রীহেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রচিত, মূল্য ॥॰ আট আনা। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অনেক কারণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। প্রথমতঃ একজন শিক্ষিতা বঙ্গরমণী ইহার রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ পুস্তকখানির ভাষা এমন সরল ও সুমিষ্ট যে, ইহার যে কোন পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। বালক বালিকাদের জন্য ইতিহাস পুস্তক সচরাচর যেরূপ রচিত হইয়া থাকে, তাহা কটমটে ও পাঠে অরুচিকর। কিন্তু বর্ত্তমান লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, হৃদয়ের ভাবের সহিত লিখিয়া গ্রন্থখানিকে অতি সরস ও উপাদেয় করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ গ্রন্থখানি সচিত্র না হইলেও ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ইহাতে ছবির ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহা সুকুমারমতি বালক বালিকাদের বেশ হৃদ্‌গত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ ইতিহাস পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য যে স্বদেশপ্রেম; মহৎ চরিত্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, দুশ্চরিত্রের প্রতি ঘৃণা এবং সকল সদ্‌গুণের সমাদর—এই সকল ভাবের উদ্দীপন, এই ইতিহাস দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে উৎসাহ দান করা কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বামাবোধিনীর পাঠিকারাও গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠে ইতিহাস পাঠের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

২। লক্ষ্মীমেয়ে—শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ।৵৹ আনা। এক মাতৃহীনা বালিকা গরিব পিতা ও শিশু ভ্রাতা একটীকে লইয়া নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেমন সুন্দর গৃহিণীপনা করিয়াছে এবং অবশেষে এক ধনাঢ্য যুবকের গৃহলক্ষ্মী হইয়া আপনার গুণের পুরস্কার লাভ করিয়াছে, তাহাই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটী বেশ সুপাঠ্য ও উপদেশপ্রদ।

বামারচনা।

মরণ।

ফুলটি ঝরে পড়ে,
পাতাটি শুখায়ে যায়,
প্রগাঢ় শীতের পর
ছুটিলে হিমানী বায়।
তারাটি ডুবে যায়,
যামিনী পোহায় যবে,
সবারি আছে কাল
নিখিল এই ভবে।
দিবস কাটে শুধু
খেলিতে নানা খেলা,
গাহিতে গাহিতে যায়
সুখের সান্ধ্যবেলা।
শান্তির নিদ্রার তরে
রজনী কোল পাতে,
মরণ! তোর গতি
অবিরাম দিবারাতে।
সুমোহন উষাকাল,
মধ্যাহ্ন প্রখর বেলা,
দিবসের অবশেষ,
রাঙ্গারবি করে খেলা।
সুন্দর শিশুকাল
মধুর যৌবন-লীলা,
শীতল স্থবির দশা,
জীবনে শান্তির ভেলা।
মরণ! তোর বাসা
প্রতেক কক্ষে কক্ষে,
ফুটাস তুই কাঁটা
অবাধে প্রতি বক্ষে।

চাঁদিমা ডুবে কবে
আঁখিটি বলে দেয়,
কোকিলের কুহু গীতি
শ্রবণে আসি গায়।
শরতের নীলাকাশ,
নিদাঘের খর রবি,
বরষার জলধারা
হেমন্তে শিশির ছবি,
শীতল শীত নিশি
বসন্ত মলয়াবাতে,
প্রকৃতি রাখে লিখি
সুকোমল শুভ্রপাতে।
মরণ! তোরে শুধু
চিনেনা হেথা কেহ,
এসেছ কোথা হতে
কোথা বা তোর গেহ?
শিখাতে জানে কেবা
তোরও মনোরথ,
জীবনের কোন্ দণ্ডে
গণিব তোর পথ?
ধনীর অট্টালিকায়
দুঃখীর কুটীর তলে,
সঙ্গীত-লহরী সম
লুটাও তরঙ্গে ছলে।
মাননা কালাকাল,
জাননা লঘু গুরু,
শুনিলে নাম তোর
হিয়া করে দুরুদুরু।

ভীষণ রীতি তব
কাঁপায়ে জীবের প্রাণ
কেনরে এ ধরায়
হলি দেবতার দান?
ফুলটি ঝরে পড়ে
পাতাটি শুখায়ে যায়,
গভীর শীতের পর
ছুটিলে হিমানী বায়;
তারকার উজলতা
উষা এসে নিভে যায়,
মরণের দিন শুধু
কেহ কি খুঁজিয়া পায়?

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

শ্মশান।

(স্নেহের ভগিনী লাবণ্যময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

হায়! শ্মশানের কোলে
সোণার প্রতিমা গুণে অনুপমা
দিয়েছি দিয়েছি ঢেলে।
চিতার অনল জ্বলিছে প্রবল
ঐ গগনের তলে।
ধূম উদ্গারিয়া ফেলিল গিলিয়া
পীড়িত লাবণ্য-দেহ।
হল ভস্মশেষ নাহি তার লেশ,
আর না হেরিবে কেহ।
যতনের ধন মানব জীবন
চিতা তার গম্যস্থান।
চিহ্নমাত্র তার শ্মশান অঙ্গার,
একি জীব-পরিণাম!
শিয়াল শকুনী করিবেক ধ্বনি
এবে সে শ্মশান-কোলে।
অনিল আসিয়া ভস্ম উড়াইয়া
যাইবে সরবে চলে।
তারকা ও শশী জ্যোছনার হাঁসি
শ্মশানে ঢালিয়া দিবে।
কোকিল বায়স শালিক সারস
রসালে বসিয়া গাবে।
বৃক্ষ লতা যত দিবেগো গলিত
পত্র পুষ্প উপহারে।
প্রভাত তপন বিমল কিরণ
ঢালিবে শ্মশান গারে।
নীরদের দল ঢালিবেক জল
ঝম্ ঝম্ শব্দ করি।
চপলা সুন্দরী আলোক বিতরি
হাঁসিবে আঁধার হরি।
মলয় বাতাস ফুলের সুবাস
দিবেগো ঢালিয়া গায়,
কুল কুল ধ্বনি শুনাবে তটিনী
জুড়াবে শ্মশান-কায়।
কুসুম-কলিকা কোমলা বালিকা
এ হেন শ্মশানে মরি!
এসেছে সবায় জনম বিদায়
দিবে হায় হরি! হরি!
মনে লাগে ব্যথা যে দিনের কথা—
লাবুর সূতিকালয়,
পনর বছর হয়েছে অন্তর

মাত্র যে কদিন হয়।
জনমে মরণে একই বাঁধনে
বাঁধিয়ে দিয়েছ হরি!
জনম-আহ্লাদ হইল বিষাদ
সূতিকা শ্মশান মরি!
শ্মশানের মত এ জগতে পূত
সাম্য-স্থাপয়িতা নাই,
সবে এক দিন হইবে অচিন্
সকলে সমান ছাই।
রাজা প্রজা দীন বালক প্রবীণ
সকলে সমান দর,
সন্ন্যাসী সংসারী সম্রাট ভিখারী
একই শ্মশানোপর।
শত্রু মিত্র ভাই সব এক ঠাঁই
একত্রে মিশিয়ে যাবে,
স্নেহ ভক্তি প্রেম দয়া ধর্ম্ম ক্ষেম
নিন্দা তুচ্ছ গ্লানি ভবে।

সুখ্যাতি অখ্যাতি নিঠুর পিরীতি
সবি হবে একাকার,
জনম মরণ স্রষ্টার সৃজন,
কিবা লীলা বিধাতার!
সূতিকা-আলয় করে শোভাময়
শিশু জননীর কোলে,
এই দেখ তার চিতার উপরে
ঢাকিয়া রেখেছে কালে?
হরি! হরি! হরি! তব লীলা স্মরি
অন্তর উন্মাদ হয়,
পবিত্র শ্মশান, তোমার বয়ান
সতত সেথায় রয়।
তোমার বিকাশ অতি সুপ্রকাশ
আঁতুড়ে শিশুর মুখে,
আরো স্পষ্ট হরি! শ্মশান উপরি
ধরিয়ে অনল বুকে।

শ্রী—

শোকোচ্ছ্বাস।*

আজিগো মলয় হেন,
কালিমা মাখান কেন,
গাহিছে বিজয়া গীতি আজি সে কাহার?
"কৈলাসকামিনী নাই"
হেন অমঙ্গল ছাই,—
কে ঢালে ধরায় ভাঙি হিয়া সবাকার?
হৃদয়ে শোণিত ছুটে,
ধমনী কাঁপিয়া উঠে,
বালাই এ হেন গাথা গাহিও না আর!

ওকি কেন গণ্ডগোল,
কিসের এ "হরিবোল"
কেন ওই শত কণ্ঠে এত হাহাকার?
ওই যে মানবদল,
কেন ঢালে আঁখিজল,—
কি রতন হারাইয়া গিয়াছে সবার?
"কি আর শুনিবে ছাই,
কৈলাসকামিনী নাই,
উজ্জ্বল রতন আজ খসিল ধরার!"

* গুরুপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।—লেখিকা।

সত্যই কি দেবী আজ,
গেছেন স্বরগ মাঝ,
ফেলিয়া তাঁহার যত দীনা ভগ্নীগণ,—
এত মৃত্যু নহে তাঁর,
এ মরণ অবলার,
কে আর তাদের হিতে করিবে যতন।
তাদের মরমে আজ,
পড়িল দারুণ বাজ,—
নাহি বুঝি বিধাতার এ বিধি কেমন!
দেবিগো! কিসের আশে,
ধাইলে অমর বাসে,
কাঁদাইয়া সুত সুতা পতিদেবতায়?
(আমিত বুঝি না হেন কি আছে তথায়!)
বলগো শুনিতে চাই,
গেলে কি বিভুর ঠাঁই,
সুধিবারে রমণীর উন্নতি-উপায়?
তুমি ত গিয়েচ চলে,
মোরা ভাসি অশ্রুজলে,—
কে জানে আবার কবে নমিব ও পায়।
কে হেন নিঠুর এসে,
নিল তোমা কোন্ দেশে,—
ছিলেগো ধরার দেবী অতুলন গুণ,—
দয়া ধর্ম্ম সরলতা,
অমিয়া-মাখান কথা,
একাধারে রেখেছিল বিধাতা নিপুণ।
তোমার স্নেহের ছায়,
এ বঙ্গ জুড়াত হায়,—
আজ বঙ্গ-মা'র ভালে জলিল আগুন।

তুমি স্বরগের ফুল,
জগতে মিলে না তুল,
বুঝেছি সংসার তব উপযুক্ত নয়।
পাপ কুটিলতা ছল,
পূর্ণ এই ধরাতল,—
স্বর্গীয় রতন তুমি পবিত্রতাময়,—
তাই বুঝি দ্রুতগতি,
স্বরগে গিয়াছ সতি,—
স্বরগের জীব কবে মর ভবে রয়!
যার বাস স্বর্গপর,
সে কি রহে ধরাপর,—
ভ্রমিতে—ভ্রমিতে বুঝি নন্দন উদ্যানে,—
পথ ভুলে একবার,
এসেছিলে এ সংসার—
যে কদিন ইচ্ছা ছিল ছিলেগো এখানে!
করুণা সুরভি সুখে,
ঢালি দীনা বঙ্গ-বুকে,
আবার চলিলে সুখ-আবাস যেথানে!
লইয়া মঙ্গল ডালা,
এস যত দেব-বালা,
ধরার দেবীরে লও করিয়া বরণ—
রও দেবী সুখে তবে,
আমরা পূজিব সবে,—
প্রীতির কুসুম তুলে নিতি ও চরণ।
থাকে যদি পুণ্যফল,
(পুনঃ) হেরিব ও পদ-তল,—
আবার শুনিব তব অমিয় বচন!!

নগেন্দ্রবালা।

No. 402. July, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ। ৪০২ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩০৫—জুলাই, ১৮৯৮। } ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মোক্ষমুলারের ভারত দর্শনেচ্ছা—ভারতহিতৈষী মোক্ষমুলার এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন, তখন সংগতি অভাবে ভারতে আসিতে পারেন নাই, এখন তিনি বৃদ্ধ এবং নানা কার্য্যে আবদ্ধ সে জন্য ভারতদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বিলাতে থাকিয়াই ভারতের যেমন মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সেইরূপ করিতে থাকুন।

ভারতের নূতন রাজপ্রতিনিধি—লর্ড এল্‌গিন্ আগামী অক্টোবরে যাইতেছেন। তাঁহার স্থানে বার্লের লর্ড ব্যালকোর অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা।

মহারাণীর দৃষ্টিশক্তির উন্নতি—ভারতেশ্বরী চসমা ব্যবহার করিয়া সুন্দররূপ দেখিতে পাইতেছেন।

সাবানের ব্যবহার—এক গ্রেট ব্রিটেনেই বৎসরে পাঁচ কোটী মণের অধিক সাবান খরচ হইয়া থাকে! ভারতে ইহার কাট্‌তি ক্রমেই বাড়িতেছে।

ইউরোপের লোকসংখ্যা—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পচিশ কোটি ছিল, এক্ষণে ছত্রিশ কোটির অধিক হইয়াছে।

মার্কিন সংবাদপত্র—১৭০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় একখানি মাত্র সংবাদপত্র ছিল, এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জর্ম্মণি এই তিন দেশে যত পত্র প্রচারিত হয়, এক আমেরিকায় তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

মার্জ্জার-ভক্তি—পূর্ব্বকালে মিসরে মার্জ্জারের যেরূপ আদর ছিল, এক্ষণে পারস্যে সেইরূপ। পারস্যের শা পঞ্চাশটী বিড়াল পুষিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ, আহার এবং ভৃত্যের

ব্যবস্থা আছে। শা যখন ভ্রমণে বহির্গত হন, তাঁহার প্রিয় বিড়াল সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে নীত হইয়া থাকে।

স্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেট—লোনীর জায়গিরদার ভেঙ্কট রেওর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজেষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন; দেওয়ানী বিষয়ে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্তের মকর্দ্দমা করিতে পারিবেন। স্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

দান—নিউ ইয়র্কের ডাক্তার এলিজাবেথ বেটস্ মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের এক সম্পত্তি দান করিয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের জন্য এক চিকিৎসাধ্যাপক নিযুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

মৃত্যু—আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই আষাঢ় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ভারতসভার সহকারী সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পিত্তশূল রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ২০ বৎসর গত হইল, ইনি 'অবলাবান্ধব' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিয়া স্ত্রীজাতির হিতোন্নতি সাধনে প্রাণগত যত্নের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সময় সময় লেখাদ্বারা বামাবোধিনীকেও বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

ভারতীয় বীরদিগের ফণ্ড—বিলাতে এই ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস ইহার সভাপতি। মহারাণী এই ফণ্ডে ২৫০ গিনি দান করিয়াছেন। ফণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার টাকা জমিয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় বীর মাত্রকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—এ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩১৯৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে—১ম বিভাগে ৫৩১, ২য় বিভাগে ১৩১৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৩৪৩ জন। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ ১৪১৭ জন—১ম বিভাগে ৫১, ২য় বিভাগে ২৭১ এবং ৩য় বিভাগে ১০৯৫ জন।

পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদিগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা।

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
বি, ই, ইষ্টিল	২য়	প্রাইবেট
গ্রিফিন মেরী	"	"
পুসিল্লা বসু	৩য়	বেথুন কলেজ
জ্ঞানদা দাসগুপ্ত	ঐ	ঐ
সরযূ মজুমদার	ঐ	ঐ
শান্তা সরকার	ঐ	ঐ
লিলিয়ান পাকিত	ঐ	প্রাইভেট
ওয়ালটার্স এথিস	ঐ	ঐ

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
ঊষা প্রভা ঘোষ	১ম	লোরেটো হাউস
চারুলতা গুপ্ত	"	"
কনকলতা রায়	"	"
নগেন্দ্রবালা সেন	"	ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল
মনোরমা বন্দ্যো	২য়	ব্রাহ্মবালিকা "

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়	নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
সুষমা ভট্টাচার্য্য	২য়	ব্রাহ্মবালিকা বিঃ	জুলিয়েট ওয়াইট	২য়	এম, ই, স্কুল, রেঙ্গুণ
মৃণালিনী বসু	"	ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল	হেড্ভিগ এনি	"	সেণ্ট জোজেফ কঃ
অরবিন্দ রায় চৌধুরী	"	"	সাইমন লিডিয়া	৩য়	কনভেণ্ট রেঙ্গুণ
শরৎকুমারী মিত্র	"	বেথুন স্কুল	সরোজিনী বন্দ্যো	"	ফ্রিচার্জ নর্ম্মাল
সরোজিনী দাস	"	"	চারুবালা ঘোষ	"	বেথুন স্কুল
স্বর্ণলতা রায়	"	লোরেটো হাউস	লেনা রজার্স	"	মান্দালে কনভেণ্ট
হিলু ওয়েলেষ্টেড	"	"	সি স্থপিয়া মানিয়ম	"	প্রাইবেট
পিরিয়া রিচমণ্ড	"	পিটার্সন বালিকা বিঃ			

আধুনিক পারস্য রাজ্য।

প্রাচীন পারস্য রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের নিকট সম্বন্ধ ছিল। পারস্য জাতি আর্য্যবংশসম্ভূত এবং পারস্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতেই হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন। পারস্যজাতি আপনাদিগকে "ইরাণী" বলিয়া থাকে। "ইরাণী" শব্দ "আর্য্য" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

পূর্ব্বে আফগানিস্থান এবং পশ্চিমে তুরস্ক, এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থ ভূভাগই পারস্য রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা আকারে ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের অধিক নহে। পারস্য রাজ্যের মধ্যভাগে পর্ব্বত এবং স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত মরুভূমি দেখা যায়। উর্ব্বর ভূমির ভাগ অধিক নহে। লবণ-জলময় হ্রদের সংখ্যা অনেক। পারস্য রাজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও মেষ বহুসংখ্যক দেখা যায়। পারস্যদেশজাত মেষের লেজ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খুব বড়; এক একটী মেষের লেজ ওজনে বার সের পর্য্যন্ত হয়।

পুরাকালে পারস্য একটী বিশাল ও মহাপরাক্রান্ত সাম্রাজ্য ছিল, এবং ভারতবর্ষের কিয়দংশ কিয়ৎকাল পারস্যের সম্রাটের অধীনে ছিল। :পারস্যের বর্ত্তমান রাজাকে "শা" বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে "শা-এন-শা" অর্থাৎ "রাজার রাজা" বলেন।

পারস্যে প্রধানতঃ পারস্যজাতি, তুর্কোমান্, বেলুচী, আর্ম্মেনিয়ান্, ও জাটনামক জাতীয় লোকেরা বাস করে। বোম্বাই নগরে অগ্ন্যুপাসক পারসি নামে যে জাতি বাস করে, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বসতি করেন। এই পারসি জাতীয় লোককে পারস্য দেশেও এখন দেখা যায়।

পারস্যজাতীয় পুরুষ দীর্ঘাকৃতি, নাতি গৌরবর্ণ, ও অঙ্গসৌষ্ঠবশালী। মস্তক কৃষ্ণ-কেশাবৃত, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও দীর্ঘ, এবং নাসিকা ঈষৎ বক্র। দীর্ঘ শ্মশ্রু রক্ষা করা পারস্যবাসীদিগের মধ্যে একটী বহুকাল-প্রচলিত সর্ব্বজনাদৃত প্রথা। পারস্য রমণীগণ সাধারণতঃ রূপবতী; কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ মহিলাগণ নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য সাধন করিতে গিয়া আপনাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানি করেন। গণ্ডদেশে রং লাগান, মুখমণ্ডলের নানা স্থানে তারা বা সূর্য্যের চিত্র চিত্রিত করা, কেশদাম রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা, উল্‌কি পরা, এইগুলি পারস্য রমণীদিগের অতি প্রিয় ও দুরপনেয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পারস্য পুরুষগণ ঢিলে পাজামার উপর প্রথমে একটী পিরাণ, তাহার উপর একটী হ্রস্ব চাপকান, এবং তদুপরি একটা কোট পরিধান করেন। যাহার যেমন অবস্থা তিনি কোটটী তদনুযায়ী মূল্যবান্ ও শোভাবিশিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঢিলে পাজামা পরিধান করিবার প্রথা থাকাতে পারস্য পুরুষগণ উচ্চ কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আসনে উপবেশন করিতে অসুবিধা বোধ করেন না। উৎসবাদি শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার প্রথা আছে। পারস্য পুরোহিত-গণ পাগড়ী পরিধান করেন; অপর সকলে মেষচর্ম্ম অথবা বস্ত্রনির্ম্মিত টুপি ব্যবহার করেন। মোজা ও জুতা পরিধান করার প্রথা উভয় পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সম্ভ্রান্তবংশীয় পারস্য মহিলাগণ বাটীর বাহিরে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে পারেন; কিন্তু রাজপথে বা প্রকাশ্য স্থানে বহির্গত হইলেই অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করেন, এবং এক প্রকার নীল বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করেন। এ অবস্থায় পারস্য মহিলাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহাকে একটী প্রকাণ্ড থলির মধ্যে পুরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে ভদ্র: পারস্য মহিলাগণ একটী মাত্র বস্ত্র পরিধান করেন। নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবগুণ্ঠন ধারণের প্রথা প্রচলিত নাই।

রুটী পারস্যবাসীদিগের প্রধান আহার্য্য দ্রব্য। এদেশে মুসলমান ও হিন্দুস্থানীগণ যেরূপ রুটী প্রস্তুত করেন, পারস্যবাসীও ঐ প্রকার রুটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ডিম্ব, দধি ও পণীর পারস্যবাসীদিগের অন্যান্য প্রিয় আহারীয় সামগ্রী। ধনী ব্যক্তিগণ পোলাও এবং নানা প্রকার মসলা মিশ্রিত ব্যঞ্জন আহার করিতে বড় ভাল বাসেন। আহার করিবার পূর্ব্বে পারস্যবাসিগণ "বিসমিল্লা" অর্থাৎ "ঈশ্বরের নামে" এই কথাটী উচ্চারণ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন।

পারস্য দেশের অধিকাংশ গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। ধনী ব্যক্তিগণ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন

কিন্তু তাঁহাদিগেরও গৃহ সাজ সজ্জাশূন্য। দরিদ্র লোকেরা মাদুর এবং সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গালিচার উপর শয্যা প্রস্তুত করেন। দরিদ্র লোকেরা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু তাহারা প্রত্যহ দুই তিন বার গাত্র ধৌত বা স্নান করিয়া থাকে।

অতি শৈশবাবস্থাতেই প্রত্যেক কন্যার পাত্র স্থির হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হইবার পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় পারস্যদেশে বিবাহানুষ্ঠানে সামর্থ্যাতীত ব্যয় করার প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায়। তথায় বিবাহোপলক্ষে তিন দিন হইতে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ভোজ দেওয়ার রীতি আছে। তিন দিনের কম ভোজ দিলে রীতিবহির্ভূত কার্য্য করার দোষ স্পর্শে। বিবাহোৎসবের প্রথম দিবসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সদালাপ করেন; দ্বিতীয় দিবসে কন্যার হস্তদ্বয় গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করা হয়; তৃতীয় দিবসে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে যাঁহার যত দিন ইচ্ছা, তিনি তত দিন ভোজ দিয়া থাকেন। বিবাহ দিবসে পাত্রের সম্মুখে কন্যা আনীতা হইলে পাত্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রথমতঃ একখানি আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করেন; পরে এক ইক্ষুদণ্ড লইয়া দন্ত দ্বারা তাহা দ্বিখণ্ড করেন, এবং নিজে একখণ্ড ভক্ষণ করিয়া অপর খণ্ড পাত্রীর হস্তে প্রদান করেন।

পারস্যবাসী পুরুষগণ বহু বিবাহ দূষণীয় মনে করেন না। কিন্তু চারিটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্রায় তাহাদিগের কাহাকেও দেখা যায় না। পারস্য মহিলারা স্বাধীনতাশূন্যা নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারেন। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার যৌতুক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। স্ত্রী অসতী হইলে স্বামী তাহার প্রাণ বধ করিতে পারেন, পারস্য ব্যবস্থাশাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে। অসতী স্ত্রীর হত্যাকারী স্বামী রাজদ্বারে অপরাধী হন না।

পারস্যাধিপতি যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে পারেন। পারস্যের শাদিগের কাহারও বা এক শত, কাহারও বা দেড় শত, কাহারও বা ততোধিক বেগম ছিল। বেগমদিগের মধ্যে যাহাদিগের সন্তানাদি হয়, তাহাদিগকে আর অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী নয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে শা ইচ্ছানুসারে তাঁহার অমাত্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন।

পারস্যবাসিগণ অতি ভদ্র, অতিথিসৎকারশীল, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্ এবং সন্তানবৎসল। কোন কোন য়ুরোপীয় পরিব্রাজক বলেন যে, মিথ্যা কথা বলা তাহাদের অভ্যাসসিদ্ধ। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায়ই উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পারস্যবাসিগণ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসল-

মান। শিয়া অর্থ অনুবর্ত্তী। শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ মহম্মদের জামাতা আলীর অনুবর্ত্তী, অর্থাৎ তাহাদের মতে আলিই মহম্মদের প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গী ও উত্তরাধিকারী। পারস্যবাসিগণ হাসান ও হোসেনের স্মরণার্থ মহরম নামক উৎসব করিয়া থাকে।

এক বৎসরের অনধিক কাল হইল পারস্যের শা নসীর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মজফর্ উদ্দীন পারস্যের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজধানী তিহারান্ নগর কাস্পিয়ান্ হ্রদের ৭০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার উত্তরে এল্‌বর্জ নামক পর্ব্বতমালা বিস্তৃত রহিয়াছে। তিহারান নগর সুন্দর রাজপথ, সুশোভন অট্টালিকা ও মনোহর উদ্যান সমূহে পরিশোভিত। পারস্যাধিপতির রাজপ্রাসাদ দুর্গের বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক সুন্দর কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। তিহারান্ সহরের বহিঃপ্রদেশে পাঁচটী প্রাসাদ আছে, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে শা ঐ সকল প্রাসাদে ইচ্ছানুসারে বাস করেন। রাজধানী তিহারান্ নগরীর লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক নহে।

সদুপদেশ ও সার বাক্য।

১। অন্যের গুণ অনুসন্ধান কর, কিন্তু নিজের দোষ অনুসন্ধান করিও।

২। যাহার সহিষ্ণুতা আছে, সকলই তাহার সাধ্যায়ত্ত।

৩। "এ জীবনে আমি কি ভাল কাজ করিতে পারি?" মানুষের মুখ হইতে ইহা অপেক্ষা সুমহান্ প্রশ্ন বাহির হইতে পারে না।

৪। ভাগ্য দোষ বা ভাগ্য গুণ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরিশ্রমের নাম ভাগ্যগুণ ও আলস্যের নাম ভাগ্য-দোষ।

৫। যে ধনের সদ্ব্যয় করে, সেই প্রকৃত ধনী। যাহার ধন আছে, অথচ সদ্ব্যয় করিতে জানে না, সে দরিদ্র নামের উপযুক্ত।

৬। এ জীবনে তুমি নিজে আপনাকে যতবার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, ভাবিয়া দেখ, দেখিবে অপরে তোমাকে কখনই ততবার প্রবঞ্চনা করে নাই।

৭। সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে যে সক্ষম নহে, সে যে কেবল অসৎ স্বভাবের পরিচয় দেয় তাহা নহে, সে বুদ্ধিহীনতারও পরিচয় দেয়।

৮। মানুষের বুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, ইহা জানাই মানুষের বুদ্ধির সার্থকতা।

৯। মানব জীবন একখানি সাদা কাগজের ন্যায়;—প্রত্যেকেই ইহাতে আপনার আপনার চরিত্র লিখিয়া যান।

১০। যাহার সার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, সেই অধিক বক্ বক্ করে।

১১। গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা দূষণীয়।

১২। মত দ্বারা চিন্তা ও কার্য্য গঠিত এবং নিয়মিত হয়, সুতরাং মত গঠনে তোমার সমস্ত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নিয়োগ করিবে।

১৩। নীচাশয়তা প্রযুক্ত কেহ তোমার ক্ষতি করিলে তাহা যদি তুমি গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে তুমি মহানুভব নামের যোগ্য।

১৪। যে শিক্ষক ছাত্রকে বা যে পিতা পুত্রকে মুখে সদুপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য্যে কুদৃষ্টান্ত দেখান, তিনি বালকের এক হাতে অমৃত ও অপর হাতে গরল ঢালিয়া দেন।

১৫। পিতা চক্ষুষ্মান ছিলেন ইহা চিন্তা করিয়া অন্ধ পুত্রের সন্তোষ অবলম্বন করা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, পিতৃ পিতামহের গুণ ছিল ভাবিয়া নির্গুণ ব্যক্তির আপনাকে বড় মনে করা তদ্রূপ যুক্তিসিদ্ধ।

১৬। পরিশ্রম তিনটী দোষের অপহারক—দরিদ্রতা, অবসাদ ও ইন্দ্রিয়াসক্তি।

১৭। জ্ঞান হইতে কঠোরতা লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠা বিনা সহিষ্ণুতা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

১৮। ভগবান্ অতি হীন ব্যক্তিকেও সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে উঠান এবং অতি সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকেও দারিদ্র্যের কূপে নিমগ্ন করেন; অতএব সৌভাগ্যবান্ হইয়াও মদমত্ত হইবে না এবং অতি হেয় অবস্থাপন্ন হইলেও নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়া হাহাকার করিবে না।

১৯। অবিকৃত-চিত্ত লোকেরাই নির্জ্জন বাসের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

২০। দরিদ্রতার ক্লেশ দুর্ব্বিষহ বটে, কিন্তু সম্পদ্‌জনিত ঘোর সাংসারিকতার যন্ত্রণা তদপেক্ষাও তীব্রতর। (ক্রমশঃ)

দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী।

(৪০১ সংখ্যা—৬৩ পৃষ্ঠার পর)

গৃহে সাম্রাজ্ঞী।

ইনি অতি সুনিপুণা গৃহিণী ছিলেন এবং গৃহের সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে বা নিজ তত্ত্বাবধানে না করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহমার্জ্জন, রন্ধন, ভাণ্ডার রক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং বড়ি

আচার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হইতে পশম-বোনা সেলাই প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তৎপর ছিলেন। হরিনাভিতে থাকিতে তিনি গো-সেবাও করিতেন, কিন্তু কলিকাতায় কয়েকটী গোরু আনিয়া স্বচক্ষে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণান্তে গোরু পুষিতে সম্মত হন নাই। রাঁধুনির হাতে রন্ধন মনঃপূত হইত না। অনেক সময় রাঁধুনি রাখিতেন না। রাঁধুনি থাকিলেও রন্ধন-শালায় নিজে বসিয়া অধিকাংশ কার্য্য করিতেন। পুত্র কন্যাদিগের নামকরণ, জন্মদিন, শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে লোককে ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। সে সময় কর্ত্তৃত্বভার কাহারও হস্তে দিতেন না, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজে অসীম পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তখন তাঁহার ভয় পদের কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না এবং বোধ হইত একা যেন দশ হস্ত বাহির করিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং বাটীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হয়, তাহাতেও সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। মাসের খরচের আবশ্যক দ্রব্যাদি মাস না পড়িতে পড়িতে ক্রয় করিয়া রাখিতেন, যে সময়ে যে বস্তু সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং অভাবের সময় কষ্ট পাইতে না হয় এরূপ অর্থও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। এইরূপ উপায়ে আপনার অভাব যেরূপ মোচন করিতেন, সেইরূপে প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণের অভাব মোচনেও সহায়তা করিয়া আনন্দিত হইতেন।

বিষয়কার্য্য-দক্ষতা।

বিষয়কার্য্যে অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল। নিজে মতলব খাটাইয়া গৃহ-কার্য্যের সমুদয় ব্যবস্থা করিতেন এবং কন্যাদিগের ও ভৃত্যাদিগের যাহা দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইতেন। স্বামী অপরের উপর নির্ভর পূর্ব্বক কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তিনি নিজের বুদ্ধিকৌশলে ও পরিশ্রমে সে ঋণ সকল পরিশোধ করেন। দূর স্থানে পৈতৃক জমী জমা কিছু আছে, নিজে তাহার খাজনা আদায় আঞ্জামের ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বামাবোধিনীর আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধান ও হিসাব নিকাশ করিতেন। স্বামী কেবল বেতনের টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, বৈষয়িক কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কি গৃহ নির্ম্মাণ, কি সংসার নির্ব্বাহ, কি বিষয় রক্ষা সকল বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল এবং তিনি বুদ্ধি বিবেচনা ও মিতাচারিতা সহকারে সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন।

সৌভ্রাত্র।

ভাই ভগিনীদিগের প্রতি ইঁহার হৃদয়-ভরা প্রেম ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার স্নেহছায়াতে রাখিয়া যেমন সে প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, অন্য সহোদর সহোদরার প্রতি ব্যবহারেও তেমনি দিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বপ্নযোগে এক দিন মৃত স্বামীর দর্শন পাইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠেন। কৈলাসকামিনী যখন হরিনাভিতে থাকেন, তখন দুঃখিনী ভগিনীকে আপনার নিকট রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা অনেকটা সুস্থ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর তাঁহার বিশ্বাস নির্ভর চিরদিন অটল ছিল এবং ভ্রাতার সহিত একত্রে বাস করিবার ঐকান্তিক অভিলাষ ছিল। এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নিকট ব্রাহ্মগণ বসবাসের জন্য যখন ভূমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনিও আপনার ও ভ্রাতার জন্য কতক জমী লইলেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা হিন্দু বলিয়া কয়েকটী ব্রাহ্ম আপত্তি করাতে, তিনি ব্রাহ্মপল্লীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত একযোগে আণ্টনীবাগানে পুনরায় জমী ক্রয় করিলেন। এই ভ্রাতা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, পরে একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনেন। জমী তাহার শ্বশ্রূস্থানীয়া হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষা বিধানে বিশেষ যত্ন করেন, পরে তাহাকে গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়া দিয়া সদ্ভাবে ভ্রাতার সহিত পৃথগন্ন হন। ইঁহার সৌভ্রাত্র কেবল সহোদর সহোদরাতে বদ্ধ ছিল না। রামাপুকুরের ভাগিনেয়-পুত্রেরা চিরকাল তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয় ছিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় যেমন সহোদরদ্বয়কে, তেমনি তাহা-দিগকেও বস্ত্র ও খাদ্যাদি দিয়া তত্ত্ব করিতেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহিলাকেও সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখিতেন এবং সময় সময় দেখা হইলে তাহাদের সহিত হৃদয় বিনিময় করিয়া পরম সুখ লাভ করিতেন। তাঁহারা ভিন্নমতস্থ বা ভিন্নসমাজস্থ বলিয়া তাঁহাদের সহিত হৃদয়ের যোগের অন্যথা দেখা যাইত না। এইরূপ এক মহিলা দুরবস্থায় পতিত হইলে তিনি তাঁহাকে সন্তানগণসহ আপনার কলিকাতার বাটীতে আশ্রয় দেন, পরে গচস্বার বাটীতে আপনার পুত্রকন্যাদিগের সহিত তাহাদিগকেও আনিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধান করিয়া সুখী হন।

তেজস্বিতা ও সাহস।

ইঁহার তেজস্বিতা ও সাহস অত্যন্ত অধিক ছিল। বাল্যকালে নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, এজন্য নিজে বা সন্তানগণ পরের গলগ্রহ বা মুখাপেক্ষী হইবে, কখনও ইচ্ছা করিতেন না। এজন্য তাহাদের ভবিষ্যতের সম্বল করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। এ দিকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকা মহা পাপ মনে করিতেন এবং কিছু ঋণ হইলে না

খাইয়া না পরিয়া আগে তাহা শোধ করিতেন। অন্যকে খাওয়াইব, অন্যের খাইব না; অন্যকে অর্থ সাহায্য করিব, অন্যের অর্থ সাহায্য লইব না; লোকের সেবা করিব, সেবার প্রত্যাশী হইব না; আমৃত্যু তাঁহার এই ভাব ছিল। মরিতে যান, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা খুথুটুকু হাতে ধরিতে গেলে তাহার হাত সরাইয়া নিজে তাহা ভূমিতে ফেলিলেন। তাঁহার সাহস যথেষ্ট ছিল, হরিনাভিতে এক শ্মশানভূমির নিকট স্কুলবাড়ীতে বাসা ছিল, সেখানে লোকে ভূত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইত। তাঁহার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর মাত্র, তথাপি নির্ভয়ে তথায় বাস করিতেন। স্বামী সময় সময় কলিকাতায় গেলেও একাকিনী শিশুসন্তান দুইটীকে লইয়া থাকিতে ভয় করিতেন না।

সামাজিকতা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণ কর্ত্তৃক যখন স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গমহিলা সমাজ নামে একটী সমাজ স্থাপিত হয়, তখন কিছু কালের জন্য তিনি তাহার অন্যতর সম্পাদিকা ছিলেন। এই সময় ভারত জাতীয় সভার (Indian National Association) সম্পাদিকা বিবি জে,বি, নাইট, বিবি উইল্স প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা দেশীয় মহিলাগণের সহিত সামাজিক সম্মিলনে মিশিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন। সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারদিগের গৃহ দর্শনার্থ কৈলাসকামিনী অন্যান্য মহিলার সঙ্গে উৎসাহের সহিত গমন করিতেন এবং তাহাদের গৃহের সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার বড়ই প্রশংসা করিতেন। এক সময়ে নিজের বাটীতে কয়েকটী ইংরাজ রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া দেশীয় আসন ও কলাপাত পাতিয়া দেশীয় অন্নব্যঞ্জনে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান, তাহাতে তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া যান। বিবি নাইট বিলাতে গিয়াও বারংবার তাঁহার তত্ত্ব লইয়াছেন, মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। কৈলাসকামিনী আণ্টনীবাগানের যে পাড়ায় বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান পাড়া। তাঁহার বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ কি গরীব, কি ধনী মুসলমান রমণীগণ তাঁহার সৌজন্য ও সদালাপে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে "দিদী" "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত সাংসারিক নানা প্রকার আলাপ করিতেন। বাটীতে কর্ম্মকাজ হইলে তিনি তাহাদিগকে খাদ্যাদি উপহার দিতেন। তিনি গরিব প্রতিবেশীদিগকে চাউল, বস্ত্র ও পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে বড় ভাল বাসিতেন। বাটীতে হোমিওপ্যাথী ঔষধের বাক্স থাকিত এবং নিজে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা জানিতেন। রুগ্ন প্রতিবেশীদিগের জন্য ঔষধাদি সর্ব্বদাই প্রদান করিতেন। অনেককে সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দিয়াও সাহায্য করিতেন। পচম্বায় তাঁহার

একটী গৃহ আছে। বৎসর বৎসর পূজার সময় প্রায় এখানে আসিতেন। তাঁহার আগমনে চারি দিক হইতে গরিব স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জুটিত। সামান্য জিনিস সকল বিক্রয় করিতে আসিয়া অনেকে তাঁহার নিকট আশাতীত মূল্য পাইত। গরিবদিগকে অন্ন, চাউল, বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতেন। তাঁহার কেমন একটী স্বাভাবিক সদ্ভাব ছিল, যেখানে যাইতেন, সেইখানের লোকেই তাঁহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইত। দেশস্থ ব্রাহ্মবিদ্বেষী অনেক গোঁড়া হিন্দু রমণীও তাঁহার কলিকাতার বাটী দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার সেবা সৌজন্যের শতমুখে প্রশংসা করিতেন। আণ্টনীবাগানে তাঁহার বাটী হইলে অনেকগুলি বন্ধু লোক তথায় তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া বাটী বা বাসা করিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁদের সহিত সুখে দুঃখে তিনি একীভূত ছিলেন এবং ইহাঁরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মাতার ন্যায় দেখিতেন। বামাবোধিনীর লেখিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সৌজন্যে পরম প্রীত হইয়া গিয়াছেন। যাঁহার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে, তাঁহাকে বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শুদ্ধাচার।

এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। স্নান, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্রধৌত করণ, বাসনাদি পরিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ বাড়াবাড়ি ছিল যে, প্রাচীন তন্ত্রের অনেক হিন্দুগৃহেও সেরূপ দেখা যায় না। আহারীয় দ্রব্যাদি উচ্ছিষ্ট হইতে দিতেন না, জিনিষ নোড়া হইয়াছে সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেন। এ সকল বিষয়ে তাঁহার ছেলে মেয়েরা তাঁহার চৌকীদার ছিল, একজন কোনও অবৈধাচরণ করিলে সকলে তাঁহার নিকট অভিযোগ করিত। বাহ্ শুদ্ধাচারের প্রতি যেমন মনোযোগিনী ছিলেন, কি পরিবারে, কি সমাজে কোথাও দুর্নীতি ও অশিষ্টাচার দেখিলেও উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। কুটুম্বাদির মধ্যে কাহাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিলে পারতপক্ষে তাহাকে বাটীতে আসিতে দিতেন না এবং তাহার সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ সাধু সাধ্বীদিগের স্থান বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল এবং ইহাকে পবিত্র দেবসমাজরূপে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ছিল। সমাজের মধ্যে কোনও লোকের উচ্ছৃঙ্খল বা অন্যায় ব্যবহারের কথা শুনিলে তিনি পরিতাপিত হইয়া স্বামীকে বলিতেন, "তোমরা সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে না, সমাজের এইরূপ এক একটী ছিদ্রকে সামান্য মনে করিও না, ইহাতেই সমাজ ডুবিবে।"

পরোপকার।

তিনি গোপনে পরোপকার করিতে ভাল বসিতেন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থ, বস্ত্র ও অন্যপ্রকার সাহায্য করিতেন।

হাতে টাকা জমিলে কখন কখন ঋণ দিতেন, কিন্তু তাহার সুদের টাকা প্রায়ই সংসারের জন্য ব্যয় করিতেন না, কোনও সৎকার্য্যে দান করিতেন। একসময় একটী নিরাশ্রয় বিধবাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেওয়ান। আরও ২।৩টী বালিকার বিবাহে সাহায্য করেন। সামান্য আয় হইতে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিয়াও কোন কোন নিরুপায় পরিবারকে সাহায্য করিয়াছেন। হরিনাভি অঞ্চলের অনেক বিধবা দুঃখিনী রমণী তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া আসিতেন, কেহই রিক্তহস্তে ফিরিতেন না। কোন কোন দুঃখিনী বিধবাকে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াও সাহায্য করিতেন এবং গরিব ছাত্রদিগকে নিজে বেতন দিয়া স্কুলে ও কলেজে পড়াইতেন।

পতিভক্তি।

প্রাচীনা হিন্দুনারীর অনেক ভাব তাঁহার ছিল। স্বামী আহার না করিলে কখনও আহার করিতেন না। স্বামী কোনও দূর স্থানে গেলে বলিয়া যাইতেন, বেলা হইলে আমার অমুক স্থানে আহারের সম্ভাবনা আছে, তুমি অনাহারে থাকিও না। কিন্তু কোন কোন দিন অপরাহ্ণে আসিয়া দেখিতেন তিনি উপবাসী আছেন। অনুযোগ করিলে বলিতেন "তোমার আহার হইল কিনা কেমন করিয়া জানিব?" পতির সাংসারিক সমুদায় ভার নিজ মস্তকে প্রফুল্লচিত্তে বহন করিয়াছেন এবং প্রাণপণ করিয়া সকল দায় হইতে পতিকে মুক্ত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। স্বামীর সহিত একত্র হইয়া অনেক সময় উপাসনা ও ঈশ্বর সাধনা করিতেন এবং তাঁহার অভীষ্ট দানধর্ম্ম ও অন্যান্য সৎকার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা করিতেন। বামাবোধিনী পত্রিকার পুনরুদ্ধার পতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের একটী প্রধান নিদর্শন। ১২৮৫ সালে বামাবোধিনীর সম্পাদক একটী ছাপাখানা করিয়া ঋণগ্রস্ত এবং দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে বামাবোধিনী প্রচার বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার যে পুনরভ্যুদয় হইবে সে আশা ছিল না। কিন্তু কৈলাসকামিনী স্বামীর প্রবর্ত্তিত ও স্ত্রীজাতির হিতার্থে প্রকাশিত এত দিনের কাগজখানি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ভাবিয়া ব্যথিত হইলেন এবং স্বামীকে বলিলেন "ইহার প্রচারের এক বৎসরের ব্যয় দিলে চালাইতে পার কি না?" স্বামী স্বীকার করিলে আপনার গহনা বন্ধক দিয়া আবশ্যক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বামাবোধিনীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ, সাহস ও অর্থসাহায্য না পাইলে পত্রিকাখানির আর পুনর্দর্শন লাভ হইত না।

ধর্ম্মানুরাগ।

কৈলাসকামিনীর মাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বারব্রত অভ্যাস করাইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া

কন্যাকে সে সকল শিখান নাই, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "উহার এ সকলে দরকার নাই, উহার ধর্ম্মে মতি থাকুক।" কৈলাসকামিনী স্বয়ং এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিতেন তাঁহার মাতার অনেক বিষয়ে ভবিষ্য জ্ঞান ছিল। ইঁহার অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা এবং ব্রাহ্মপরিবারের অনুষ্ঠানাদিতে মধ্যে মধ্যে যোগদান করিয়া বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও উপদেশ সকল গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইঁহার বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবার লইয়া বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনার সুবন্দোবস্তের কথা শুনিয়া কৈলাসকামিনী তথায় যাইতে আগ্রহান্বিত হন এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া আশ্রমবাসিনীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস করেন। পরে তিনি কেশব বাবু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি সাধন-পরায়ণা ছিলেন। ধর্ম্মের আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। প্রতি দিন নিজে নির্জ্জনোপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ১১ই মাঘের দিন উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন উৎসবে যোগদান করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক দিন রাত্রিকালে একা একা ধর্ম্মসাধন করিতেন। কখন কখন স্বামীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যানে এরূপ মগ্ন হইতেন যে, সহজে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না। তিনি লোকের—এমন কি স্বামীর সম্মুখেও সঙ্গীত করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু নির্জ্জনে একাকী অনেকক্ষণ ধরিয়া এমন সুমিষ্ট গান করিতেন যে শুনিলে মোহিত হইতে হইত। এক একদিন পুত্রকন্যাদিগকে চারিদিকে বসাইয়া তাহাদিগকে গান ধরাইয়া দিয়া আপনি নীরবে মধ্যস্থলে বসিয়া শুনিতেন, তাহারা মধুর কণ্ঠে গান গাহিত, তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। এ দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইত। গৃহে ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল যাহাতে নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভণ্ড কপট বলিয়া যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হইত, তাহাদিগের উপর বড়ই চটিতেন, কিন্তু সাধু ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহার ৩টী কন্যাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত করান এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে উক্ত মহর্ষি দ্বারা তাহার উপনয়ন বা ধর্ম্মশিক্ষারম্ভ কার্য্য সম্পন্ন করান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অষ্টম গর্ভের সন্তান বলিয়া সে বড় সুলক্ষণ হইবে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল, এবং তাহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে স্বামীর সহিত একমত হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থ ঈশ্বর-চরণে উৎসর্গ করেন। এই পুত্রের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে হইতেই ইহাকে সুন্দর সুন্দর ভজন শিখাইতেন। সংসারের সমস্ত কার্য্যভার আপনার মস্তকে লইয়াও ইনি যে সংসারে অনাসক্ত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ

পাওয়া যাইত। ভাল বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না, সামান্য বেশ-ভূষা ও সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকিতেন। মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন এবং বলিতেন 'স্বামীর অগ্রে তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে যাইবেন। এখানে যে এত পরিশ্রম করিয়া ঘরবাড়ী করিতেছেন, তাহা তাঁহার জন্য নহে, সন্তানেরা ভবিষ্যতে ক্লেশ না পায় সেই জন্য। পরলোকে গিয়া তিনি বিশ্বজননীর নিকট বেশ সুখে থাকিবেন।'

চরমাবস্থা।

এবার সসত্ত্বাবস্থায় অনেক সময় বলিতেন "আমার এবারকার গতিক ভাল নহে।" মেয়েদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রায় বলিতেন "আমি মরিতে ভয় করি না, তোরাও ভয় করিস না, দেখ আমাদের বাপ মা আমাদিগকে তোদের অপেক্ষা ছোট ফেলিয়া গিয়াছিলেন, আমরা কি মানুষ হই নাই?" মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া প্রাণ যায় যায় হইলে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমি এখনি মরিব, তোরা কেউ ভয় করিস না, ঈশ্বরের নাম কর।" ভগবানের নাম ও ঔষধ সেবন করিতে করিতে ঈশ্বরেচ্ছায় সে দিন প্রাণ রক্ষা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল "দেখ মা, তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। আমি সে দিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, ভারী যুড়ী গাড়ী করিয়া (এমন গাড়ী কখনও দেখি নাই) দেবমূর্ত্তি কতকগুলি লোক সুন্দর সাজ গোজ পরা সোণার পাগড়ী মাথায় আমাদের বাড়ীতে আসিল। আর তুমি রাঁধিতেছিলে, হঠাৎ ডাকিয়া বলিলে 'ওরে সব রইল, আমি চলিলাম।' আমরা কাঁদিয়া উঠিলাম। এক বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল, 'এ থাক, আজি ইহাকে লইয়া যাইয়া কাজ নাই।' গাড়ী চলিয়া গেল। মা! তবে তোমার ফাঁড়া কাটিয়াছে।" ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে কৈলাসকামিনী নিজে এক স্বপ্ন দেখিয়া আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি যখন আশ্রমে বাস করিতেন, আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং প্রায় আপনার কাছ-ছাড়া করিতেন না। অল্প দিন হইল ইহাঁর লোকান্তর হইলে কৈলাসকামিনী স্বপ্নে দেখিলেন তিনি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। কৈলাসকামিনী মেয়েদিগকে বলিলেন "বোধ হয় স্নকোর মা (কেশবপত্নী) আমাকে সঙ্গী করিবেন, নয়ত এমন করিয়া কেন ডাকিলেন।" ইহার পরেই এক দিন তিনি সংসারের দেনা পরিষ্কারের জন্য পাওনাদারদিগকে ডাকাইয়া হিসাব করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং যতদূর পারিলেন, তাহাদের সহিত হিসাব চুকাইলেন। তিনি মৃত্যুবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় থাকিয়াও অদিনে কুদিনে পেটে-পোয় মরিতে বড় নারাজ ছিলেন। এক আত্মীয়া স্ত্রী ডাক্তার তাঁহার কষ্ট দেখিয়া

তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র প্রসব করাইতে চাহিলে বলিলেন "দেখ চৈত্র মাস যাউক, বৈশাখ পড়িলে যাহা হয় করিও"। ১লা বৈশাখ বুধবার পুণ্যদিনে ডাক্তারেরা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রসব করাইলেন। তিনি একটু সুস্থ হইয়া পুনরায় রোগ-যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ ইহাই মৃত্যু-যাতনাতে পরিণত হইল। তিনি অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে পরলোকগত আত্মীয়েরা কেন ছুটাছুটী করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নাড়ী অবসন্ন হইল, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল, চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে দয়াময় নামের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, তিনিও শেষ নিঃশ্বাসের সহিত সেই নাম করিতে করিতে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

শোক সঙ্গীত।

কেন গেলে কোথা গেলে? নিমেষে সকলি শেষ,
ছাড়িতে এত বন্ধন হলোনা কি মায়ালেশ?
কিছুই ত বলিলে না, ছিল না কি বলিবার,
কিছুই ত শুনিলে না, সব কথা কি অসার?
বলিলে দয়াল নাম, শুনিলে দয়াল নাম,
চক্ষু মেলে চাহিলে না কি মহাধ্যানে প্রবেশ।
বিদেশে যখন যেতে কত যত্ন আয়োজন,
কত কি গুছায়ে নিতে যাহা কিছু প্রয়োজন,
হিসাব করিতে কত, পাথেয় খরচ যত,
লইতে তৈজসপত্র সুন্দর সুন্দর বেশ।
যেখানে যা ছিল র'ল, কিছুইত গুছালে না,
কড়া কড়ি তৃণকণা সঙ্গে তাও লইলে না,
সে দেশ বিদেশ নয় বুঝি আপনার দেশ?
যাহা কিছু প্রয়োজন আছে সব সমাবেশ।
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি বাক্ বুদ্ধি হারা,
ভাবিব কি ভাবনার না দেখি কূল কিনারা,
কেবল প্রার্থনা—তোমায় রক্ষা করুন্ পরমেশ।

কলালাপ।

(৪০০ সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর)

ছলিতক যোগ,—ছলনা অর্থাৎ অন্যকে প্রবঞ্চনা করিবার উপায়। ভাগবতের টীকায় এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু এই কলা সম্বন্ধে আমাদের কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বস্ত্রগোপন,—এক বস্ত্রকে অন্যপ্রকার

নাম্বরূপে প্রদর্শন। এই কলার ব্যাখ্যা শ্রবণ মাত্র বোধ হয়, ইহা একপ্রকার ইন্দ্রজালবৎ ক্ষণিক আমোদ ও কৌতুককর কৌশল, ইহাতে আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা মানুষের আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়। ইহা প্রকৃতির অনুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই জ্ঞাত আছেন, "বহুরূপী" নামে গিরগিটি জাতীয় এক প্রকার প্রাণী আছে। ঐ প্রাণী ইচ্ছামত আপনার অঙ্গের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার আত্মরক্ষার সম্বন্ধ আছে। যখন যে স্থানে, বা যে বর্ণের উদ্‌ভিদের নিকট থাকে, সেই সেই স্থানের বা সেই সেই উদ্‌ভিদের যে রঙ্গ, উক্ত প্রাণী তাহার সহিত আপন গাত্রের বর্ণ মিলাইয়া রাখে। তদ্দ্বারা শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পায়। যদিও উদ্‌ভিদ সাধারণতঃ হরিদ্‌বর্ণ, কিন্তু উদ্‌ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ। কাণ্ডের ও শাখার সচরাচর বর্ণ একরূপ, পত্রের বর্ণ একরূপ, এবং ফল-ফুলের বর্ণ একরূপ। ফলের বর্ণ অপকাবস্থায় একরূপ, পকাবস্থায় একরূপ। ফুলের কলিকাবস্থায় একরূপ এবং পরিস্ফুট-নাবস্থার বর্ণ অন্যরূপ। মৃত্তিকা, গৃহ, প্রাচীরাদির বহুবিধ বর্ণ আছে। যাহারা কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক বালুকা ও মেটেল মৃত্তিকার ১০।১২ প্রকার বিভিন্ন বর্ণ আছে। তদ্ব্যতি-রেকে নানা বর্ণের ঘুটিঙ ও প্রস্তরে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থল বিশেষ আবৃত আছে। বহুরূপী যখন যে বর্ণের নিকট থাকে, তখন সেই বর্ণ প্রকাশ করিতে পারে, শত্রুগণ তাহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতে পারে না। এই-রূপ যে সকল ব্যক্তি "বস্ত্রগোপন" কলা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা দিবায় এক-রূপ, রাত্রে একরূপ, কৃষ্ণপক্ষে একরূপ, শুক্লপক্ষে একরূপ, আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একরূপ, সূর্য্যকিরণে অন্যরূপ গাত্রবস্ত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া সময়ে সময়ে আগন্তুক আপদ বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। চতুঃষষ্টি কলা যে সুখ-সৌকর্য্য-সাধিনী, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। "ভক্তমাল" গ্রন্থ এবং শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী পদের "গোবিন্দলীলা-মৃত" গ্রন্থ পাঠে অবগতি হয়, রাধা-গোবিন্দের অষ্ট সখীর প্রত্যেকে অষ্ট কলায় শিক্ষিতা ছিলেন এবং একা রাধিকা চতুঃষষ্টি কলার অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, কেননা চিদানন্দময় পুরুষের পূর্ণানন্দ সম্পাদনে চতুঃষষ্টি কলারই প্রয়োজন ছিল।

আকর্ষণক্রীড়া,—বিবিধ ক্রীড়াসাধন সামগ্রীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই কলা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৈতালিকী বিদ্যা—বেতাল শব্দ প্রেত, প্রেতাবিষ্ট শবাদি নানার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশে "প্রেততত্ত্ব" "প্লানচেট" প্রভৃতির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কতকগুলি সম-ধর্ম্মী ও সমপ্রকৃতিক ব্যক্তি সংযত হইয়া অন্যোন্য হস্তধারণপূর্ব্বক বৃত্তাকারে

উপবেশন করিতেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ধাত্ একজন "মিডিয়ম" অর্থাৎ প্রেতাবিষ্ট হইতেন। তখন তাঁহাকে যে যাহা প্রশ্ন করিত, তিনি তাহার উত্তর দিতেন। সেই উত্তরে অনেক অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পাইত।

কোন কোন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ফরাসীদিগের মধ্যে "ক্লেয়ারভয়েন্স" নামক একটী বিদ্যা প্রচলিত আছে। ঐ বিদ্যার প্রভাবে অদ্ভুত কার্য্য হইয়া থাকে। কোন সময়ে মৃত সম্রাটের উইল লইয়া বিবাদ হয়। দুই পক্ষে উইলের দুই প্রকার অর্থ করেন। বহু দিন ব্যাপিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ চলে। ঐ বিবাদে দেশের অনিষ্ট ঘটিবার উপক্রম দেখিয়া ঐ বিদ্যার দ্বারা সমাধি হইতে সম্রাটের শব উত্তোলন করা স্থির হইল। ঐ বিদ্যাবিৎ কোন ব্যক্তিকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করা হইল। সমস্ত আয়োজন ঠিক্ হইলে, এক দিন দুই পক্ষ রজনীর নিশীথকালে একটি ঘরের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বসিয়া আছেন। মধ্যস্থ টেবিলের উপর উইল পাতিল। ক্লেয়ারভয়েন্স বিদ্‌ও সেই প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান। তিনি তাঁহার শিক্ষামত কার্য্যসাধনোপযোগী অনুষ্ঠানে রত আছেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে অবস্থানের পর হঠাৎ ঝটিকাশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দ্বার দিয়া সমাধিস্থ সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে উইলের বিতণ্ডা প্রশ্ন করা হইল। তিনি তাহার সদুত্তর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

"প্লানচেট্" একটি কাষ্ঠময় ত্রিপদ মাত্র। উহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। উহার ত্রিপদের একটি পদ একটি উড-পেনসিল। ঐ যন্ত্রটী একখানি সাদা কাগজের উপর স্থাপন করিয়া প্রেততত্ত্ববাদিগণ প্রেত আহ্বান করেন। প্রেত ঐ যন্ত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে থাকে।

যে তিনটি বিষয় উপরে লিখিত হইল, এই তিনটি যদিও এ দেশে ইংরাজী প্রণালীতে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা আনীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা ঐ বৈতালিকী কলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ দেশে ঐ কলার অনুষ্ঠান অনেক প্রকার ছিল, এবং অদ্যাপি স্থানে স্থানে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া প্রচলিত আছে। ঐ সকল কাণ্ড দ্বারা শুভাশুভ কথন,রোগের ঔষধ দান,নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান, অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি অনেক কার্য্য হইয়া থাকে।

বৈনায়িকী ও বৈজয়িকী কলা,—যে কলার সাহায্যে বিমান বিচরণ করা যায়। ব্যোমযান, পক্ষরচনা পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডয়ন এই কলার দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর শীতকালে যে ব্যোমযান ক্রীড়া দর্শন করিয়া আমরা পরম আমোদ সম্ভোগ করি ও যে জন্য দরিদ্রেরও ধনক্ষয় হইয়া যায়, তাহা বিলাতী বিদ্যা নহে,—ভারতবর্ষীয় আর্য্যবিদ্যা।

বৈয়াসিকী কলা,—বৈনায়িকী ও বৈজয়িকীর নামান্তর মাত্র। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন বক্তব্য নাই।

দ্যূত বিশেষ,—অর্থ সংস্পৃষ্ট ক্রীড়া মাত্রকেই দ্যূতক্রীড়া কহে। কিন্তু সচরাচর পাশ-ক্রীড়াকেই দ্যূত-ক্রীড়া কহে। এই কলায় বোধ হয়, পাশক্রীড়ারই নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা আর কিছু পাওয়া গেল না।

মাল্যগ্রন্থন বিকল্প;—স্রক্ নির্ম্মাণ। বিবিধ সুগন্ধি কুসুমদাম পরম রমণীয় দেবভোগ্য সামগ্রী। রাজধানীমাত্রই বিলাসিজনবহুল এবং তথায় পুষ্পমালা প্রধান বিলাসদ্রব্য। এজন্য সকল রাজধানীতেই ফুলের মালার ব্যবসায় বিলক্ষণ প্রচলিত। কোন কোন মাল্য গ্রথনে বিশেষ শিল্পকৌশল আবশ্যক। সেই কৌশল শিক্ষণীয় বিষয়। এই জন্য মাল্যগ্রন্থন একটি কলার মধ্যে পরিগণিত। দেব বিগ্রহের কোন কোন পূজারী এই কার্য্যে এমন পটুতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

গন্ধযুক্তি,—বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের প্রস্তুতীকরণ। যেমন আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, ল্যাবেণ্ডার, পোমেটম, ম্যাকাসর অইল, কুন্তলীন, ফুলেলা ইত্যাদি। ভারতে যত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পদার্থ ছিল এবং এখনও আছে, বোধ হয়, পৃথিবীর কোন রাজ্যে তত নাই। এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি বিদেশ হইতে অনেক প্রকার সুগন্ধি পদার্থের আমদানী হইতেছে। এদেশীয় সাহেব বিবিরা তাহাই ব্যবহার করেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেশীয় বিলাসিগণও তাহাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের অন্যতর কারণ, ঐ সকল পদার্থের সৌলভ্য। দরিদ্র বিলাসিগণ ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার হেতু বুঝা যায়। কিন্তু যাঁহাদের দেশীয় উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন না,ইহা দুঃখের বিষয়। গোলাপী আতরের ন্যায় সুগন্ধি বস্তু বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। তাহাও ত এখন মহার্ঘ নহে। মোগল সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান এই আতরের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্রী। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে উহার এক ভরি ৮০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। এখন সেই আতরের মূল্য ১ টাকা হইতে ৫৲ টাকার অধিক নহে। দেশীয় নরনারীগণ যদি দেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী হয়েন, তাহা হইলে এই সুকুমারী কলার স্বতঃই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে আজ কাল বহুবিধ সুগন্ধি ও সুরঞ্জিত তৈলের বিজ্ঞাপন পাঠ করা যায়, ইহা আহ্লাদের বিষয় বটে।

ভূষণ যোজন,—গহনা গাঁথা। এখন যাহারা ঐ কার্য্য করে, তাহাদিগকে পাটোয়ার কহে। রঙ্গিল কার্পাসসূত্র ও রেশম এবং স্বর্ণ রৌপ্যের জরি, কিম্বা ঝুটা জরি দ্বারা আভরণ গ্রন্থন করা হয়। কোন্ প্রকার অলঙ্কারে কোন প্রকার

উপাদান আবশ্যক, কোন্ রঙ্গের সহিত কোন্ রঙ্গের মিলন শোভনীয়, ইত্যাদির জ্ঞান শিক্ষণীয়। ঐ শিক্ষা প্রদানার্থই ভূষণ-যোজন কলার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন পারম্পর্য্য উপদেশেই ঐ ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদির নাম গন্ধও নাই।

প্রতিমালা,—স্মৃতিপরিচায়িনী কবিতা। পূর্ব্বকালে এক প্রকার কবিতা রচিত হইত, ইহা সকলেরই কণ্ঠস্থ করিবার সামগ্রী ছিল। ঐ সকল কবিতা দ্বারা ছাত্রাধ্যাপকের মেধার পরীক্ষা হইত। ঐ সকল কবিতা দ্বারা মেধাশক্তির স্ফূর্ত্তিও হইত।

মেষ-কুক্কুট-লাবক-বিধি,—মেষ ও কুক্কুট অর্থাৎ ভেড়া ও মোরগ। লাবক বুল-বুল পক্ষী। সামাজিক আমোদ প্রমোদ সমাজের জীবনশক্তি, এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ তদ্বিষয়ে কতই না যত্ন করিয়াছেন। মেড়ার তাল, মোরগ ও বুলবুলের লড়াই, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন। এই তিনটি বিষয়ই বড় আমোদ ও কৌতুকজনক। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উহার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। এরূপ আমোদ প্রমোদ অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর জনগণের জন্য নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে এখন ঐ আমোদ নিম্ন শ্রেণী হইতেও প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

মেষজাতীয় ষণ্ডকে মেড়া কহে। মেড়া সকল বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। উহাদের মস্তকে অতি সুন্দর, সূচলাগ্র, বক্র ও বন্ধুর শৃঙ্গদ্বয় বহির্গত হয়। ঐ শৃঙ্গ প্রস্তরবৎ কঠিন। প্রত্যেক জাতীয় পশু পক্ষীর ষণ্ডগণ স্বভাবতঃ রণপ্রবণ। দুইটি ষণ্ডের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারণ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে মেষ, কুক্কুট ও বুলবুল এই ত্রিবিধ জন্তুর যুদ্ধপ্রণালী ও রণকৌশল সাতিশয় কৌতুকাবহ। এই জন্য ঐ ত্রিবিধ প্রাণীকে পুষিয়া লোকে উহাদিগের নৈসর্গিক রণপ্রবৃত্তিকে আরও উত্তেজিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মেলা মহোৎসবে ঐ ত্রিবিধ জন্তুর রণক্রীড়া প্রদর্শন করা হইত। যে ব্যক্তির মেষ, কুক্কুট ও বুলবুল যুদ্ধে জয়লাভ করিত, সেই ব্যক্তি পারিতোষিক পাইত। মেলা মহোৎসবে যত প্রকার উৎকৃষ্ট আমোদ আহ্লাদের আয়োজন করা হয়, তন্মধ্যে ঐ ব্যাপারটি অন্যতম।

শুক-শারিকা-প্রলপন,—পাখী পড়ান। শুক, শারিকা (শালিক), ময়না, কাকাতুয়া, মদনা, চন্দনা প্রভৃতি অনেক পক্ষী শিক্ষা পাইলে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে ও গান করিতে পারে। কেবল ময়না শারিকা জাতীয়, তদ্ভিন্ন আর সকল শুকজাতীয়। পক্ষীর মুখে মনুষ্যবৎ বাক্য ও দেবদেবীর নাম শ্রবণ বড়ই সুখজনক। এই জন্য পাখী পড়ান একটি কলার মধ্যে পরিগণিত। যাত্রা ও কীর্ত্তনের মধ্যে যে "শুকশারীর গান" শুনা যায়, তাহা অমূলক ও অসম্ভব নহে।

উৎসাদন,—উদ্বর্ত্তন। গাত্রে নানাবিধ

সুগন্ধি দ্রব্য মর্দ্দন করার রীতি আছে। ঐ সকল পদার্থ কিরূপে প্রস্তুত ও মর্দ্দন করিতে হয়, উৎপাদন নাম্নী কলায় তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

মিলন-গীতি।

১

দেবতা গো! ভাবিতেছি তাই,
যবে আমি শুভক্ষণে,
তোমাতে—তোমারি সনে,
"জলে জলবিম্ব" সম
মিলে মিশে যাই;
মনে ভাবি কত বার
"ফটোগ্রাফ" রাখি তার,
কিন্তু সে যে রামধনু
ধরিতে না পাই!
(এই আছে এই যায়—
এই নাই! নাই!)

২

সে যে কি পরম লাভ
অক্রুত অবাচ্য ভাব!
ফোটে না ভাষার মুখে
কণিকাটী তার;
মরমে অমৃত-যোগ,
আত্মারাম উপভোগ,
অনবস্থ অতীন্দ্রিয়
সর্ব্ব-অর্থ-সার!

৩

সে যে কি উদার তৃপ্তি,
কি যে তমঃ কি যে দীপ্তি,
কে বোঝে সে মরমের
মহান্ সঙ্গীত,
কতই নৈরাশ্য-আশা,
বিরক্তি ও ভালবাসা,
মিশে আছে এক সনে
কে জানে নিশ্চিত?

৪

সে যে কি গরল, সুধা—
নহে তৃষা নহে ক্ষুধা,
জীবনের, মরণের
নহে অভিলাষ,
বিলীনতা মহাযোগ,
দিশাহারা উপভোগ
শিথিল বিভল প্রাণ
উদাস-উদাস!

৫

বৈরাগ্য, বাসনা ছুটে,
শকতি, বন্ধন টুটে,
আনন্দে মুছিয়া যায়
বিষাদের কণা,
অথচ কি দুঃখভরে,
হিয়া লুটাইয়া পড়ে,
আসক্তি, বিরক্তি, দোঁহে
হারায় চেতনা!

৬

কে জানে সে সুখ-স্মৃতি,
অথবা শোকের গীতি,
অসীম অনন্ত-মূল
তত্ত্ব কেবা জানে ?
লুকায়ে বুকের মাঝে,
কিসের বাঁশিটী বাজে,
জলধি উথলি উঠে
কোথাকার তানে ?

৭

সে যে প্রেম কিম্বা ধর্ম্ম,
তপস্যা অথবা কর্ম্ম,
স্বর্গ কিবা অপবর্গ,
বুঝিব তা কারে ?
কোন লক্ষ্য উপলক্ষ্য
কিসে পরিপূর্ণ বক্ষ,
নীরস হিসাব অত
কেবা দিতে পারে ?

৮

তবে কি সে শুধু শূন্য,
নহে পাপ নহে পুণ্য,
সে নিবৃত্তি, নিরমল
আকাশের মত ?
স্বপ্নহীন নিদ্রা সম,
জীবন, জীবনী মম
পড়ে থাকে সুখে দুখে,
হইয়া বিরত ?

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

পরমাণু-তত্ত্ব।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা সমূহকে পরমাণু বলা যায়। আমরা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের গুণ প্রত্যক্ষ করি, তাহাদিগকে জড় পদার্থ কহে। এই বিশ্ব সংসারে যত জড় পদার্থ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, সে সমস্তই কয়েকটি রূঢ় বা ভূত পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। যেমন বর্ণমালার কয়েকটি মাত্র অক্ষর দ্বারা ভাষার সমস্ত শব্দই উদ্ভূত হইয়াছে,তেমনি কয়েকটি মাত্র রূঢ় বা ভূত পদার্থ যোগে এই বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটিকে মূল পদার্থ বলিতেন; কারণ তাঁহারা দেখিতেন যে কোন প্রাণী মরিলে পর, তাহা পরিণামে মৃত্তিকা হয়; পচিবার সময় তাহা হইতে জলবৎ দ্রব্য নির্গত হয়; স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়, আর তাহা হইতে বাষ্প বহির্গত হয়,এবং শূন্য সকল স্থান অধিকার করিয়া আছে, এজন্য তাঁহারা উক্ত পাঁচটিকে মূল পদার্থ কহিতেন।

যাহাকে বিশ্লিষ্ট করিলে, দুই কিম্বা ততোধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাকে মূল পদার্থ কহে। আর যাহাকে

বিশ্লিষ্ট করিলে একাধিক বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে যৌগিক পদার্থ কহে।

নব্য-রাসায়নিক পণ্ডিতেরা পঞ্চভূতের একটীকেও মূল পদার্থ বলেন না; কারণ, তাঁহাদের মতে শূন্য কিছুই নহে; তেজঃ প্রাকৃতিক গুণ বা জড় বস্তুর অবস্থা বিশেষ মাত্র; মৃত্তিকা নানাবিধ লবণ ও ধাতব বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন; জল হাইড্রজেন ও অক্সিজেন নামক পদার্থদ্বয়ের যোগে এবং বায়ু নাইট্রোজেন, অক্সিজন ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় ৬৬টী মূল পদার্থের যোগে উৎপন্ন। কিন্তু এই ৬৬টাই যে চিরকাল মূল পদার্থ থাকিবে এমন নহে। এক্ষণে যাহারা মূল পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কালক্রমে তাহারা যৌগিক পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ এবং আরও নূতনবিধ মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। মূল পদার্থ সকল দুই ভাগে বিভক্ত; যথা, ধাতু ও উপধাতু।

যাহারা চাকচিক্যশালী, প্রবল তাপ ও তাড়িত পরিচালক ও যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক তাহাদিগকে ধাতু, আর অবশিষ্ট গুলিকে উপধাতু কহে। উপধাতু সর্ব্বসমেত ১৫টী, কাহার কাহার মতে ১৪টী; যাঁহারা আর্সেনিককে উপধাতু মধ্যে গণনা করেন, তাঁহাদের মতে ১৪টী। আর্সেনিকের কতকগুলি গুণ ধাতুর ন্যায় এবং কতকগুলি উপধাতুর মত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে ধাতু ও কেহ কেহ উপধাতু কহিয়া থাকেন। ধাতু বাদ অবশিষ্টগুলি উপধাতু।

উপধাতু।

সংখ্যা	লাটিন বা ইং নাম	বাঃ নাম	সাঃ চিহ্ন	পরমাণুর ভার
১	অক্সিজেন	অম্লজন	O	১৬
২	হাইড্রজেন	উদজন	H	১
৩	নাইট্রজেন	যবক্ষারজন	N	১৪
৪	কার্ব্বন	অঙ্গার	C	১২
৫	ক্লোরিন	হরীতীন	Cl	৩৫.৫
৬	ব্রোমিন	পূতীক	Br	৮০
৭	আয়োডিন	অরুণক	I	১২৭
৮	ফ্লুরিন	কাচান্তক	F	১৯
৯	সলফর্	গন্ধক	S	৩২
১০	সেলিনিয়ম	উপগন্ধক	Se	৭৯.৫
১১	টেলুরিয়ম	অনুপগন্ধক	Te	১২৯
১২	বোরন	টঙ্কনক	B	১১
১৩	সাইলিকন্	সিকতক	Si	২৮
১৪	ফস্ফরস্	প্রভূরক	P	৩১
১৫	আর্সেনিক	শিমূলক্ষার	As	৭৫

ধাতু।

১	কেলিয়ম্ বা পটাসিয়ম্	ক্ষারক	K	৩৯.১
২	ন্যাটরিয়ম বা সোডিয়ম	লবণক	Na	২৩
৩	ক্যালসিয়ম্	চুর্ণপ্রদ	Ca	৪০
৪	এলিউমিনম	স্ফটকিরিপ্রদ	Al	২৭.৫
৫	জিঙ্ক	দস্তা	Zn	৬৫.২
৬	ফেরম বা আয়রণ	লৌহ	Fe	৫৬
৭	কোবাণ্ট		Co	৫৮.৭
৮	নিকেল		Ni	৫৮.৭
৯	অরম বা গোল্ড	স্বর্ণ	Au	১৯৭
১০	ষ্টানম বা টিন	রঙ্গ বা রাং	Sn	১১৮
১১	ষ্টিরিয়ম বা আণ্টিমনি	রসাঞ্জনপ্রদ	St	১২২
১২	বিস্মথ		Bi	২১০

ইং নাম	বাং নাম	সাং চিহ্ন	পরমাণুর ভার
১৩ প্লম্বম বা লেড	সিসা	Pb	২০৭
১৪ কিউপ্রম বা কপার	তাম্র	Cu	৬৩.৫
১৫ হাইড্র্জিরম বা মার্করি	পারদ	Hg	২০০
১৬ প্লাটিনম	সিতকাঞ্চন	Pt·	১৯৭·৫
১৭ ম্যাগনিসিয়ম	সুবঙ্গ	My	২৪
১৮ ম্যাঙ্গনীজ		Mn	৫৫
১৯ আর্জেন্টম বা সিলভার	রৌপ্য	Ag	১০৮
২০ বেরিয়ম		Ba	১৩৭
২১ বেরিলিয়ম		Be	৯·৩
২২ ক্যাডমিয়ম্		Cd	১১২
২৩ সিসীয়ম্		Cs	১৩৩
২৪ সেরিয়ম		Ce	৯২
২৫ ক্রোমিয়ম্		Cr	৫২·১
২৬ ডিডীমিয়ম		D	৯৫
২৭ অরেব্রিয়ম্		E	১১২·৬
২৮ ইণ্ডিয়ম		In	১১৩
২৯ ইরিডিয়ম		Ir	১৯৮
৩০ ল্যান্থেনম		La	৯২
৩১ লিথিয়ম		Li	৭
৩২ মলিব্‌ডিনম		Mo	৯৬
৩৩ নিওবম্		Nb	৯৪
৩৪ অস্‌মিয়ম		Os	১৯৯·২
৩৫ প্যালেডিয়ম		Pd	১০৬·৬
৩৬ রোডিয়ম		Rh	১০৪·৪
৩৭ রুবিডিয়ম		Rb	৮৫·৪
৩৮ রুথিনিয়ম		Ru	১০৪·৪
৩৯ ষ্ট্রনসিয়ম		Sn	৮৭·৫
৪০ ট্যানটেলম্		Ta	১৮২
৪১ থ্যালিয়ম		Tl	২০৪
৪২ থোরিয়ম		Th	২৩১·৫
৪৩ টিট্যানিয়ম		Ti	৫০
৪৪ টঙ্গষ্টেন		W	১৮৪
৪৫ ইউরেনিয়ম		U	১২০
৪৬ ভ্যানেডিয়ম		V	৫১·৩
৪৭ ইটিয়ম		Y	৬১·৬
৪৮ জির্কোনিয়ম		Zr	৮৯·৬
৪৯ প্র্‌সিনিয়ম			

ধাতুদিগের মধ্যে লিথিয়ম, পটাসিয়ম ও সোডিয়ম জল অপেক্ষা লঘু অর্থাৎ জলের উপরে ভাসে। আর যাবতীয় তরল পদার্থের মধ্যে লিথিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। প্লাটিনম্ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু।

উপধাতুর মধ্যে টেলুরিয়ম্ সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, হাইড্রজেন্ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এবং ইহা হইতে জানা যায় যে, বায়বীয় মূল পদার্থদিগের যাবতীয় ভার পরমাণুর আয়তন সমান।

উপধাতুর মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন বায়বীয়; ব্রোমিন তরল ও অবশিষ্টগুলি কঠিন।

ধাতুর মধ্যে পারদ ও লিথিয়ম্ তরল এবং অবশিষ্টগুলি কঠিন।

মূল পদার্থগুলির সংক্ষেপে নামোল্লেখ করিবার জন্য উহাদের ইংরাজী বা লাটিন নামের আদ্যক্ষর ব্যবহৃত হয়; যথা অক্সিজেন O, হাইড্রজেন H ইত্যাদি। এই সকল চিহ্ন দ্বারা কয়টী পরমাণু তাহাও বুঝায়। যথা $O_৩$ বলিলে, অক্সিজেনের তিনটী; $H_২$ বলিলে, হাইড্রজেনের দুটী বুঝায়। ইহা দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের গুরুত্বও বুঝায়। যথা O বলিলে, উহার গুরুত্ব ১৬ এবং নাম অক্সিজেন বুঝায়।

পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যাবতীয় পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণাসমূহের সমষ্টি। ঐ অবিভাজ্য কণাকে পরমাণু কহে। পরমাণু যে কত ক্ষুদ্র তাহা কেহ দর্শন করে নাই, ও তাহা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় না। তবে বাষ্পীয় ও বায়বীয় পদার্থমাত্রের ধর্ম্ম এই যে, সমান সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থগুলি, সমান তাপে, সমান চাপে, সমান সমান স্থান অধিকার করে অর্থাৎ উহাদের আয়তনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

বস্তুদিগের আয়তনের ইতর বিশেষ হইবার কারণ উহাদের পরমাণুর অবকাশের হ্রাস বৃদ্ধি মাত্র। অর্থাৎ উত্তাপ-নিবন্ধন উহাদের অবকাশের বৃদ্ধি ও চাপ এবং শৈত্যনিবন্ধন অবকাশের হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং সমান সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থগুলিতে সমানসংখ্যক পরমাণু না থাকিলে, সমান তাপে ও সমান চাপে, সমান সমান স্থান অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু উহাদের ভার ভিন্ন। অর্থাৎ O, H, ও N এই তিনটী বায়বীয় পদার্থের ভার O°শ উষ্ণতায় ৭৬০, মিলিমিটর চাপে ১১·১৯, লিটারের ভার যথাক্রমে ১৬.১১৪ গ্রাম। আর যেখানে সমান আয়তন বায়বীয় পদার্থগুলিতে সমানসংখ্যক পরমাণু আছে, সেখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হাইড্রজেন একটী পরমাণুর ভার ১ হইলে অক্সিজেন ১৬, এবং নাইট্রজেন ১৪ হইবে; ইত্যাদি...

হাইড্রজেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ। এজন্য সমায়তন হাইড্রজেনের গুরুত্বকে ১ ধরিয়া যাবতীয় মূল ও যৌগিক বায়বীয় পদার্থের পারমাণবিক ও আণবিক গুরুত্ব ঘনত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন, ক্লোরিন ইহাদের গুরুত্ব যথাক্রমে ১৬, ১, ১৪, ৩৫.৫। ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, O, N, Cl প্রত্যেকেই সমায়তন হাইড্রজেন অপেক্ষা ১৬, ১৪, ও ৩৫.৫ গুণ ভারী। অপর উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কেবল মূল পদার্থদিগের নাম ও গুরুত্ব বুঝায় এরূপ নহে। কোন্ যৌগিক পদার্থের কি নাম ও কোন্ কোন্ মূল পদার্থের কয়টী পরমাণুর সংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে ও উহার গুরুত্ব কত, তাহাও জানা যাইতে পারে। যথা H_2O; HCl বলিলে, উহাদের নাম জল ও হাইড্রক্লোরিক এসিড এবং হাইড্রজেন ২টী ও অক্সিজেনের ১টী পরমাণুর সংযোগে জলের অণু এবং হাইড্রজেন একটী ও ক্লোরিনের একটী পরমাণুর যোগে হাইড্রক্লোরিক এসিডের এই অণু উৎপন্ন হয়। এবং উহাদের মৌলিক গুরুত্ব যথাক্রমে ১৮ ও ৩৬·৫ বুঝায়।

কোন মূল বা যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে, কোন্ কোন্ পদার্থ, কি কি পরিমাণে মিশাইতে হয় এবং কোন্ পদার্থে কত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাও জানা যাইতে পারে।

যথা—

$২Kclo_{৩} = ২Kcl + ৩O_{২}$

$KHNO_{৩} + H_{২}So_{৪} = KHSo_{৪} + HNo_{৩}$

রসায়ন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন)।

$Kclo_{৩}$ ইহার মধ্যে—K = ৩৯. ১

Cl = ৩৫. ৫

$O_{৩}$ = ৪৮

$Hclo_{৩}$ = ১২২.৬

ইহা হইতে সমস্ত অক্সিজেন অর্থাৎ $O_{৩}$ = ৪৮ বহির্গত হয় এবং Kcl = ৭৪·৬ পটাশিয়ম ক্লোরেট থাকিয়া যায়। এইরূপ সমস্ত রাসায়নিক সমীকরণ দ্বারা কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে লইলে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি কি পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতে পারা যায়।

অধাতু ভূত পদার্থ।

ইং নাম,	বাং নাম,	সাং চিহ্ন,	পরমাণু ভার
অক্সিজেন	অম্লজন	o	১৬
হাইড্রোজেন	জলজান	H	১
নাইট্রোজেন	যবক্ষারজান	N	১৪
কার্ব্বন	অঙ্গার	C	১২
ক্লোরাইন	হরিতীন বা হরিতক	Cl	৩৫.৫
ব্রোমাইন	পূতীন বা পূতীক	Br	৮০
আইয়োডাইন	অরুণক	I	১২৭
ফ্লুয়োরাইন	কাচাস্তক	F	১৯
সল্ফর	গন্ধক	S	৩২
সিলিনিয়ম	উপগন্ধক	Se	৭৯.৫
টেলুরিয়ম	অনুপগন্ধক	Te	১২৯
সিলিকন	সিকতাপ্রদ বা বালুকীন	Si	১২৮
বোরন	টঙ্কক বা উপাঙ্গার	B	১১
ফস্ফরস্	প্রস্ফুরক বা দীপক	P	৩১
আর্সেনিক	শিমুলক্ষার	As	৭৫

রসায়ন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন)।

ধাতু ভূত পদার্থ।

ইংরাজী নাম	বাং নাম	সাং চিহ্ন	পরমাণু ভার।
পটাসিয়ম	কাষ্ঠভস্মসার বা ক্ষারক	K	৩৯.১
সোডিয়ম	লবণক	Na	২৩
ক্যালসিয়ম	চূর্ণপ্রদ	Ca	৫০
এলিউমিনম্	স্ফটিকিরিপ্রদ	Al	২৭.৫
ম্যাগনিসিয়ম্	স্বষ্ণ	Mg	২৪
জিঙ্ক	দস্তা	Zn	৬৫.২
ম্যাঙ্গেনিজ		Mn	৫৫
ফেরম্ বা আয়রন্	লোহ	Fe	৫৬
কোবাল্ট		Co	৫৮·৭
নিকেল		Ni	৫৮·৭
টিন	রঙ্গ বা রাং	Sn	১১৮
এন্টিমনি বা ষ্টিব্রিয়ম্	রসাঞ্জনপ্রদ	Sb	১২
বিসমথ		Bi	২১০
লেড বা প্লমবম্	সীস	Pb	২০৭
কপার বা কিউপ্রম	তাম্র	Co	৬৩.৫
মার্করি বা হাইড্রার্জিরম	পারদ	Hg	২০০
সিলভার বা আর্জেণ্টম		Ag	১০৮
গোল্ড বা অরম	স্বর্ণ	Au	১৯৭
প্লাটিনম	সিতকাঞ্চন বা সিতক	Pt	১৯৭.৫

নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শিত হইল :—

হাইড্রোজেন মনক্সাইড্ বা জল—$H_{২}o$

" ডায়ক্সাইড্ বা অম্লজল—$H_{২}o_{২}$ বা No

নাইট্রোজেন মনক্সাইড বা নাইট্রস অক্সাইড—$N_{২}o$

" ডাইঅক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড—$N_{২}o_{২}$ বা No

" ট্রায়আইড বা নাইট্রিক এন হাইড্রাইড— $H_{২} O_{৩}$

" " বা নাইট্রিক পারক্সাইড—$N_{২} O_{৪}$ $NO_{২}$

" পেন্টকসাইড বা নাইট্রিক এন হাইড্রাইড— $N_{২} O_{৫}$

নাইট্রস এসিড— $HNO_{২}$

(ক্রমশঃ)

একজাতিত্ব।

(৪০০ সংখ্যা—২৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্ব পত্রে শরীর ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ দ্বারা ভারতীয় এক জাতিত্বের ভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। আজ দেখাইব, ভারতীয় একজাতিত্ব, বা একপ্রাণতার আশ্রয় কি? এবং কিরূপে তাহা স্থায়ী ও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র একজাতিত্বের অন্যতম আশ্রয়। হিন্দু পুরাণ, এই নাম শ্রবণ মাত্র অনেকে কতকগুলি কল্পিত ইতিহাসপূর্ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ মনে করেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহ হিন্দু পুরাণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, হিন্দু পুরাণ দুইটী সূত্রে গ্রথিত। তাহার একটীর নাম "প্রাক্তন" এবং অন্যটীর নাম "পুরুষকার।" কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত ঐ দুইটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাক্তন,—পূর্ব্বকালবর্ত্তী দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ কূট এবং "পুরুষকার,—ধর্ম্মসহকৃত বর্ত্তমানকালবর্ত্তী বুদ্ধিবলাদি করণের প্রয়োগ। ঐ দুইটীর অপর নাম 'পূর্ব্ব-তপস্যা' এবং 'বর্ত্তমান উদ্যোগ'।" এই পূর্ব্বতপস্যা এবং বর্ত্তমান উদ্যোগের সমবায়ই, হিন্দুপুরাণ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের মূল। মুসলমান, য়িহুদী প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় জাতি কর্ম্মসূত্রে ভারতে আগমন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ঐ সূত্র মানিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দু জাতি হিন্দু পুরাণের অনেক অংশ মানিয়া থাকেন। মিথিলার রাজকন্যা—কোশলের রাজমহিষী সীতার সতীত্বে হিন্দু ভারত চিরবিমুগ্ধ। পাঞ্চালী পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগ্রামে ভারতের হিন্দু জাতিমাত্রে বশীভূত। সপ্তরথিকর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অন্যায়রূপে বালক অভিমন্যুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণে আজও হিন্দু ভারত অশ্রুপাত করে ও কৌরবের অত্যাচারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়। এইরূপ সাবিত্রী, সত্যভামা, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, দেবকী, দেবহূতি, নন্দরাণী, নগেন্দ্রনন্দিনী প্রভৃতি রমণীকুলাদর্শ রমণীগণ কোন প্রদেশবিশেষের নহেন, তাঁহারা সমস্ত ভারতের অসমুদ্রসম্ভূতা রত্নস্বরূপা। যে সকল

পৌরাণিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা গেল, সে সকল স্থানবিশেষের সম্পত্তি হইলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত ভারতের সমান সহানুভূতি হইত না।

তীর্থসেবা, দেবদ্বিজ ও দরিদ্রে দান, অতিথিসৎকার, অনার্জ্জনা কন্যাকে সৎপাত্রের হস্তে অর্পণ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য্যগুলি ভারতীয় হিন্দুমাত্রেরই করণীয় ও অবশ্যপালনীয়। মনুপ্রণীত মানব ধর্ম্মের উপদেশ না মানেন, ভারতে এমন হিন্দু প্রায় নাই। মিথিলার পক্ষধর মিশ্র এবং নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির নিকট এককালে তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, কাশী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এখন যেমন বিষয়-কার্য্যসূত্রে পৃথিবীর নানাজাতি কলিকাতায় আসিয়া এক স্বার্থে মিলিত হইয়াছেন, এক সময়ে তেমনি মিথিলা, নবদ্বীপ, কাশী ও পুনায় ভারতের নানা স্থান হইতে নানা-জাতীয় লোক শাস্ত্রাধ্যয়ন উদ্দেশে আসিয়া মিলিত হইতেন, এবং পরস্পর সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। এখনও নবদ্বীপের টোলে নানাজাতীয় হিন্দু ছাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এককালে শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্মকথা, কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা ভারতের সর্ব্বজাতীয় লোকে একতানমনে শ্রবণ করিয়াছে। এখনও বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ইংরাজী বক্তৃতা ভারতের কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি য়িহুদি সকল ভারতীয় লোকে শ্রবণ করিয়া একবিধ স্বার্থেরই পোষণ করিতেছেন। ভারতের একজাতিত্ব, বা একপ্রাণতা এইরূপেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল হইবে।

উপরি-উক্ত প্রণালীতে ভারতীয় এক-জাতিত্ব চিরকাল রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে, এ কথা দম্ভসহকারে বলা যাইতে পারে। কেননা, ঐ একজাতিত্বের মূলে প্রকৃতির অনুকূলতা আছে। ভারতীয় ইতিবৃত্ত সমালোচনায় জানা যায় যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটী স্থির লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে। ইহা মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগরসঙ্গমে যাইতে বাঁকিয়া চুরিয়া যায়,—গাছও আকাশমুখে উঠিতে মোড় খাইয়া উঠে,—ছেলেরাও বাড়িবার সময় একবার মোটায় ও একবার রোগায়,—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই এইরূপ।

ভারতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনায় ইহাও জানা যায় যে, ভারতে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক জাতি ও বহুসংখ্যক ভাষা বিদ্যমান ছিল। আর্য্যগণ এ দেশে আসিয়া ঐ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অনুলোম বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় ক্রমশঃ জাতিসংখ্যা অল্পী-কৃত ও পরস্পর সুসদৃশ হইয়াছে। আর্য্য-গণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সংস্কৃত ভাষার শুভাগমন হয়। ঐ সংস্কৃত ভাষার দ্বারা

পূর্ব্বপ্রচলিত বহুসংখ্যক ভাষা কেবল ১০।১২টী ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

জাতি ও অধিকারি-ভেদ স্বীকার এবং অনুষ্ঠানবাহুল্য প্রযুক্ত হিন্দু সমাজের ভিত্তি বহ্বায়ত। এজন্য আর্য্যগণই ভারতীয় অসংখ্য আদিম জাতিকে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য ও জাতীয় ভাবসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও ৯২ লক্ষ আদিমনিবাসী ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিদ্যমান আছে। তাহাদের ভাষা-সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক। ইহারা এখনও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হয় নাই। মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উপরি-উক্ত আদিম জাতিগণ কোন না কোন কালে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হইয়া জাতীয় ভাব অধিকার করিবে। হিন্দু সমাজের প্রকৃতিবশেই এরূপ ঘটনা হইবে।

যেমন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু থাকিলেও জন্মসংখ্যাই বেশি হইতেছে, তেমনি ভারতে সম্মিলন ও বিচ্ছেদ এই উভয় শক্তির কার্য্য হইলেও মোটের উপর সম্মিলনী শক্তিই বর্দ্ধিত হইতেছে। হিন্দু জাতির বিচ্ছেদপ্রবণতার কারণ স্বজাতি-বিদ্বেষ। এই স্বজাতি-বিদ্বেষের দ্বারাই এ জাতির পরাধীনতা সংঘটিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতির শাসনাধীন হইয়া অবধি বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটনা হয় নাই বটে, কিন্তু স্বজাতি-বিদ্বেষের ভূরি ভূরি নিদর্শন আজও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন মনুষ্য-দেহে রক্তের অভাব ঘটিলে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যায়,—আপাদমস্তকব্যাপিনী অনুভূতি লোপ পায়,—পায় কাঁটা ফুটিলে, বা পৃষ্ঠে মশকাদি দংশন করিলে বুঝিতে পারা যায় না;—সেইরূপ কোন জাতির মধ্যে স্বজাতি-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইলে ঐ জাতির একপ্রাণতা নষ্ট হইয়া যায়। স্বজাতিবিদ্বেষই শোণিতাভাব। জাতীয়ানুরাগই সামাজিক শোণিত। হিন্দু সমাজ এখন ঐ শোণিতের অভাবে অসাড়, তজ্জন্যই বাহ্যে জাতীয় ভাবশূন্য বলিয়া বোধ হয়। এখন ভারতীয় সমাজ-শরীরে ঐ শোণিতসমাবেশ আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইংরাজের সুদৃঢ় মুষ্টি মধ্যে আগমন করিয়া ভারতীয় সমাজের বিচ্ছেদ-প্রবণতা অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন কোন কূটরাজনৈতিক রাজপুরুষের চেষ্টায় কখন কখন বিচ্ছেদ-প্রবণতার নিদানগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভারতীয় বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মভেদ বশতঃ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া হীনবল হইয়া যায়, রাজপুরুষগণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখেন না। হিন্দু সমাজের অন্তর্ব্বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা, স্বার্থ, ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজপুরুষদিগের লক্ষ্যও হয় না। যাহা হউক, পুরাতন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান রাজশাসন, এই উভয়ই

আমাদিগের একজাতি-নিষ্ঠ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছে।

আমরা যদি একজাতিত্ব, বা এক-প্রাণতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ করি, আমাদিগকে হিন্দু জাতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া চলিতে হইবে। সৌভাগ্যবশে সুসভ্য ও রাজনীতিবিৎ ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছেন। আমাদিগের জাতীয়ভাব যদি সম্পূর্ণ হয়, ইংরাজের সুশাসনে ও সাহায্যেই হইবে। আমরা যদি এখন ইংরাজকে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়রাজ মনে করি, এবং ভারতীয় সমাজকে ক্ষত্রিয়োপদেষ্টা ব্রাহ্মণস্বরূপ মনে করি, তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও সম্পূর্ণ একপ্রাণ হইতে পারি। অতএব ইংরাজকে আমাদের ভক্তিভাজন রাজা ও হিতৈষী মিত্র মনে করিতে হইবে। ইংরাজের নিকট আমাদিগকে স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু যতদূর সম্ভব, তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ সমাজের অন্তর্গত মনে করিয়াও তাঁহা-দিগের বাহ্য দলাদলির ভাব পরিহার করিতে হইবে। স্বজাতিবিদ্বেষ মহাপাপ। হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে এই পাপ পরিহার করিতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিই আমাদের সকলের সর্ব্বস্ব। (১)

বর্ণিয়া।

গভীর অলকানন্দা গঙ্গার এক প্রশস্ত তটপ্রান্তে কুসুম নগরী নামে এক নগর আছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘোর অরণ্যানী ও ধবলাকার পর্ব্বত।

এই নগরে রবি ও ছবি নামে দুই জন বণিক্ বাস করেন। উভয়ে দুই বিভিন্ন বংশে উদ্ভূত হইলেও দুই জনের মধ্যে কোনরূপ হৃদয়ের ভিন্নতা ছিল না; উভয়ের নিকটে উভয়ে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইত।

ছবির সংযুক্তা নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এক কন্যা। রবিরও তদধিক সুন্দরী একটী কন্যা, তাহার নামই বর্ণিয়া।

পূর্ণিমার বিশদ জ্যোৎস্নালোকে বিদ্যুৎ-প্রপাতবৎ সংযুক্তার রূপের সহিত গুণের সংমিশ্রণ বড় প্রীতিকর। সংযুক্তা সর্ব্বদা সর্ব্বজনের নিকট প্রশংসিতা, সংযুক্তা ক্রীড়াস্থলে সুকৌশলা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহশীলা। বর্ণিয়ার কিন্তু এ সব গুণ কিছুই ছিল না। বর্ণিয়া বড় সরলা—সে কুটিল সংসারের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না, সংসারের কূট তর্ক তাহার বোধগম্য হইত না। সে কৃষ্ণ কুন্তল

(১) ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থের "জাতীয় ভাব" প্রবন্ধের মর্ম্মাবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইল। প্রঃ লেঃ।

এলাইয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়—বেশ-বিন্যাসে দৃষ্টি নাই। গৃহকর্ম্মে তাহার মনোনিবেশ হয় না। বর্ণিয়া কখন নিন্দা-বাদে ভীত হয় না, আত্মোন্নতির চেষ্টা তাহার মনে আসে না। ফুলের বাগানে বা নিবিড় কাননে বা গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া সে অধিক সময় যাপন করে। এই সকল কারণে সকলেই সমস্বরে সংযুক্তার প্রশংসা করিয়া বর্ণিয়ার নিন্দা করিত।

বর্ণিয়ার সঙ্গে সংযুক্তার কোন দিন বাদ বিসম্বাদ হয় না। সংযুক্তা যাহা বলে, বর্ণিয়া সরলান্তঃকরণে তাহাই পালন করিতে প্রস্তুত হয়। উভয়েরই এখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, কিন্তু কাহারও বিবাহ হয় নাই।

পিতা ব্যতীত এ সংসারে বর্ণিয়ার আর কেহ নাই। মাতার পবিত্র মুখকমল তাহার স্মরণপথে ভালরূপে উদিত হয় না। বর্ণিয়া জনমদুঃখিনী, এইজন্য সংযুক্তা মাঝে মাঝে তাহাকে বড় আদর করে। এই ভাবে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

বর্ণিয়া চির-দুঃখিনী। সে সংযুক্তার নিকট কোন দিন আদর চায় নাই। সংযুক্তা আপনা হইতেই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু বর্ণিয়া দেখিল আজ কাল সংযুক্তা তাহারে আর ভাল বাসে না। তাহারে দেখিলেই আড়ালে ভর্ৎসনা করিতে থাকে। ইহার গূঢ় অর্থ সে সরলা বালিকার বুঝিবার শক্তি হইল না।

সংযুক্তা এখন আর পূর্ব্বভাবে বর্ণিয়ার কাছে বসিয়া আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া বা খোপায় ফুল গুঁজিয়া দিতে চাহে না। নিজেও চুল বান্ধে না, হাসে না, সর্ব্বদা অন্যমনস্কা। বর্ণিয়া একদিন নিবিড় বন-পথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, সংযুক্তা একজন যুবা পুরুষের কোলে অর্দ্ধশায়িতা হইয়া অশ্রু মোচন করিতেছে। বর্ণিয়া সে দিন বুঝিল সংযুক্তার এই নবজীবন তাহার ঔদাস্যের কারণ, সংযুক্তা কাহাকে ভাল বাসিয়াছে। এই ভাবে আর কিছু দিন গেল।

ইতিমধ্যে বর্ণিয়ার পিতা রবি বর্ণিয়াকে ঘোর দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন।

বর্ণিয়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই সময় সেই নগরের অনেকগুলি ভদ্রলোক তীর্থপর্য্যটনে গমন করিতে-ছিলেন। সংযুক্তা সেই সময় বর্ণিয়াকে পিতার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য তীর্থধামে গমন করিতে পরামর্শ দিল। বর্ণিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহের সমুদয় মূল্যবান্ বস্তু বিক্রয় করিয়া প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে তীর্থধামে বাহির হইল। ইহাতে যে সংযুক্তার কি স্বার্থসাধন হইল, তাহা কেহই বুঝিল না, সে সরলা কিরূপে বুঝিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনীর অন্ধকার এখন ভাল করিয়া বিদূরিত হয় নাই, কেবল উষা সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া বিহঙ্গনিচয় মধুর কাকলী-ধ্বনি করিতেছে। বাত্যান্দোলিত মেঘ-

খণ্ডের তলে দু চারিটী নক্ষত্র এখনও পরিলক্ষিত হয়। এই সময় একজন যুবতী বৃক্ষশ্রেণীর তলভূমি অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে চলিতেছে, তাহার নিবিড় মেঘমালাসদৃশ কুন্তলরাজি পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর নিপতিত হইয়া অতুল শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, অবিন্যস্ত মলিনাঞ্চল ধূলায় অবলুণ্ঠিত। এ রমণী কে? এ কি বর্ণিয়া?

বর্ণিয়া পিতার পিণ্ডদানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া বহুদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল, হঠাৎ পথিমধ্যে সঙ্গীদিগকে হারাইয়া চঞ্চলহৃদয়ে শূন্যনয়নে দ্রুতবেগে বনপথে চলিয়াছে। এমন সময় সে দেখিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভদ্রলোকও দ্রুতপদে আসিতেছেন। তখন তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, সে লোকটী তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। তখন বর্ণিয়ার সরল হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিল। বর্ণিয়া দ্বিগুণবেগে ছুটিল, পশ্চাদ্গামী ব্যক্তিও সেইরূপ বেগে ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনও আকাশ ভালরূপ পরিষ্কার হয় নাই। ভয়ে বর্ণিয়া আর পশ্চাৎদিকে চাহিতে পারিল না—কেবল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর্ণিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে একবার পশ্চাৎদিকে চাহিল। দেখিল সেই লোকটি বর্ণিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কেশাগ্রে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ণিয়া এই ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে বর্ণিয়ার চৈতন্য হইল। সংজ্ঞা পাইয়া বর্ণিয়া দেখিল যে একটী মধুর লতামণ্ডপে সুরভিত পুষ্পশয্যায় শায়িতা, তাহার শয্যার অনতিদূরে একটী কুসুমাসনে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি। বর্ণিয়ার চৈতন্য হইল দেখিয়া সে যুবকটী সাতিশয় আহ্লাদভরে কহিল "বর্ণিয়া! তুমি কি সুস্থ হইয়াছ?" সে আদরে সহসা বর্ণিয়ার হৃদয় কম্পিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে কম্পিত হইতেছিল, এখন তাহাকে দেখিয়া প্রাণাধিক প্রিয় দেবতা বলিয়া প্রতীতি হইল। লতামণ্ডপে কুসুম-স্তবকে যাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহাকেই কি প্রাণাধিক দেবতা বলিতে সাধ হয়? এ মহা প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বর্ণিয়ার অবোধ হৃদয় কিছুই দিতে পারিল না। যুবা কহিল "বর্ণিয়া!"

বর্ণিয়া তখন উঠিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। যুবা কহিল "বর্ণিয়া! তুমি আমার দিকে তাকাও, তোমার কোন ভয় নাই।"

বর্ণিয়া তখন অশ্রুপূর্ণমুখে কাতর-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, যুবা দেখিল সে চাহনিতে কেবল কাতর প্রার্থনা। সে কহিল, বর্ণিয়া, আমি জানি তুমি জনম-দুঃখিনী, এ সংসারে তোমার কেহই নাই; কিন্তু জানিও বর্ণিয়া! আমি তোমারই আজি এবং চিরকাল রহিব।" অনাথিনীর হৃদয়ে ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্ষুদ্র লতামণ্ডপটী ক্রমে

ক্রমে সপ্তম স্বর্গে পরিণত হইতে লাগিল। বর্ণিয়া আজ বুঝিল যে, দুঃখ যত অধিক হউক, তাহার একটা সীমা আছে।

যুবা কহিল আমি তোমাকে চিনি, তোমার পিতাকে বিশেষরূপে জানি, আমি পূর্ব্বে তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তুমি আমাকে চেন না, এবং আমার নামও জান না। আমার নাম অমর দেব। আমি তোমাদের স্বজাতি, এবং বড় লোকের ঘরের সন্তান। দেশের সকলেই তোমাকে নিন্দা করে, কিন্তু আমি তোমাকে হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করি। এমন মধুর রমণী আমি আর কখন দেখি নাই। বর্ণিয়া, তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার নেত্রপথে পড় নাই, সেই জন্যই আমা হইতে অন্য এক জনের মনে কষ্ট হইয়াছে।

তখন বর্ণিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। যোড় হাত করিয়া অমরকে "আমি জনম-দুখিনী বর্ণিয়া, তুমি আমাকে রক্ষা করিলে, আজ তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অমর মধুর স্বরে কহিল বর্ণিয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?

অমরের কথা শুনিয়া বর্ণিয়া হঠাৎ লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুটাইয়া গেল। লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, সমস্ত শরীর কম্পমান হইল, সমস্ত হৃদয় চঞ্চল হইল। সে তখন কোন উত্তর করিতে পারিল না।

অমর আবার কহিল—বল বর্ণিয়া, বল তুমি আমায় বিবাহ করিবে?

অনেকক্ষণ পরে বর্ণিয়া কহিল আমার ভাল মন্দ এখন সমস্তই আপনার হাতে দিয়াছি। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহাই আপনি করুন।

অমর—হাঁ বুঝিলাম। প্রস্তুত হও, আজ তোমার বিবাহ হইবে।

বর্ণিয়া তরঙ্গান্দোলিত পদ্মের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কহিল "এই মুহূর্ত্তে?"

অমর—হাঁ এই মুহূর্ত্তে।

বর্ণিয়া—এত তাড়াতাড়ি কেন?

অমর—তাহা পরে জানিবে।

তখন সেই লতামণ্ডপে বর্ণিয়াকে রাখিয়া অমর বিবাহের আয়োজনে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বর্ণিয়ার সঙ্গে মিলিত হইল। সেই দিনই মহাসমারোহে বর্ণিয়ার সহিত অমরের বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এত শীঘ্র এত আয়োজন, এত দাস দাসী অমর কোথায় পাইলেন বর্ণিয়া তাহার কিছুই বুঝিল না।

বর্ণিয়ার আজ বড় শুভদিন, সে আজ জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে; বর্ণিয়া সমস্ত দিন স্বামীর সহিত মধুর বাক্যালাপ করিয়া সমস্ত রজনী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া গাঢ় নিদ্রানুভব করিতে লাগিল। অমরেরও তদ্রূপ অবস্থা, কারণ আজ তিনি বহুদিন পরে প্রার্থিত রত্ন পাইয়াছেন। সে রজনী প্রভাত হইল। জাগ্রত হইয়া অমর দেখিলেন তাঁহার কোল শূন্য—বর্ণিয়া সে লতা-মণ্ডপে নাই। শশব্যস্তে অমর উঠিল, 'বর্ণিয়া' 'বর্ণিয়া' বলিয়া কত ডাকে, হায়!

অভাগিনী বর্ণিয়া আর সেখানে নাই! অমর তখন ক্রোধকম্পিতহৃদয়ে সেথান হইতে বাহির হইয়া সভামণ্ডপের বাহিরে যে সকল পাহারা নিযুক্ত ছিল, সিংহ-গর্জ্জনে চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল "আমি সব বুঝিয়াছি। যদি তোমরা আপন মঙ্গল চাও, তবে শীঘ্র সমস্ত বিষয় আমার নিকট বিবৃত কর।" কম্পিতহৃদয়ে পাহারাওয়ালাগণ প্রভুর নিকট বিবরণ ভাঙ্গিয়া কহিল। অমর সে সব পাহারাওয়ালাকে বাঁধিতে হুকুম দিয়া বর্ণিয়ার উদ্দেশে বাহির হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একটি ক্ষুদ্র দোকানের একখানি ভগ্ন গৃহে বর্ণিয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে। চারি পাঁচ জন দাসী তাহাকে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইবার জন্য অনুরোধ—অবশেষে মহা পীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু বর্ণিয়ার আজ আহারে রুচি নাই, অতএব সে কিছুতেই সে সরবৎ খাইতে স্বীকৃত হইল না। দাসীরা মহা কুপিত হইয়া এইবার সরবৎ খাওয়াইবার জন্য বর্ণিয়াকে জোর করিয়া ধরিল। এই বার কিন্তু বর্ণিয়ার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে সরবৎ খাইতেই হইত।

এমনি সময় দ্রুতগামী অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক এক জন মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল। সেই মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়াই দাসীর হস্ত হইতে সরবতের গ্লাস দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দাসীদিগকে পরুষ বাক্যে কহিলেন "তোমরা জান না যে কোথাও আমার অগম্য স্থান নাই—আমার অবিদিত এ দেশে কিছুই নাই।" তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি তাঁহার ইঙ্গিতে দাসীদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিল।

সেই মহাপুরুষ বর্ণিয়ার মুখচুম্বন করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন "বর্ণিয়া! তুমি অবশ্য ও সরবৎ খাও নাই, কারণ তোমার এখনও জ্ঞান রহিয়াছে।"

বর্ণিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল এবং স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল "প্রাণাধিক, এমন আঁধারপূর্ণ জগতে যে এখনও এমন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আছেন, তাহা আমি কি পূর্ব্বে জানিতাম ?"

বর্ণিয়া আপন করপল্লবে প্রেমাশ্রু মুছিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া আবার কহিল "প্রিয়তম! কে আমাকে বাঁধিয়াছিল ?"

অমর বর্ণিয়ার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "বর্ণিয়া, এখন তাহা তোমার জানিয়া কাজ নাই। তুমি সব পরে জানিতে পারিবে।"

বর্ণিয়া—তুমি কি সব জান ?

অমর—হাঁ সব জানি। এখন আর সে কথায় কাজ নাই, এই শিবিকারোহণ কর। এই কথা বলিয়া অমর বর্ণিয়াকে লইয়া উপস্থিত শিবিকারোহণ করিলেন। শিবিকা গন্তব্য স্থানে চলিল।

(ক্রমশঃ)

চুটকি গল্প।

(৩)

রাণাঘাট হইতে চাক্‌দা চারি ক্রোশ; মগপুর সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ। "সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ" কথাটা এ গল্পে বসাইতে হইবে, কেননা গল্পটা ব্রাহ্মণপণ্ডিত সংক্রান্ত। প্রায় দেড় শত বর্ষের কথা—রাণাঘাটে জয়রাম তর্কপঞ্চানন নামক একটী নৈয়ায়িক অধ্যাপক ছিলেন। জয়রামের সতীর্থ মধুসূদন ন্যায়রত্ন, তারাচাঁদ তর্কভূষণ প্রভৃতি আরও ২।৪টি অধ্যাপক ঐ সময়ে রাণাঘাটে বাস করিতেন। মধুসূদনকে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার বয়ঃক্রম ১১০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ভীমরতি (ভ্রমরতি) হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ তাঁহার সেবা করিতেন। পূর্ব্বাহ্নে স্নানাহ্নিক পূজা ও ভোজন করাইয়া শয়ন করাইয়া দিতেন। ন্যায়রত্ন অপরাহ্নে শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় ত্রিমূর্দ্ধা হইয়া উপবেশন করিতেন। এক এক দিন কাতরস্বরে বধূমাতাকে আহ্বান করিতেন। বধূমাতা নিকটবর্ত্তিনী হইলে কহিতেন—

"হাঁগো বউমা, তোমার কি একরত্তি দয়া নাই?" বউমা ভয়ে জড়সড় হইয়া দয়া না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন,—

"সমস্ত দিনটা বয়ে গেল,—আমাকে এপর্য্যন্ত একটু জলখাবারও দিলে না? ক্ষুধানলে আমার নাড়ী যে দগ্ধ হইয়া গেল।" পুত্রবধূ অতিশয় দুঃখিতা হইয়া জানাইতেন,—

"সে কি ঠাকুর,—তুমি আমার প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঠাকুর; তোমার পূজাহ্নিক ভোজনাদি না হইলে আমি অন্য কাজে হাত দেই না। তোমাকে দুপরের মধ্যে আহার করাইয়া শয়ন করাইয়াছি।" ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন লজ্জিত হইয়া কহিতেন,—"বটে? আমাকে খাওইয়াছ? ভাল! ভাল! আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

কিন্তু সেকালে এ দেশের সংস্কৃত টোলের কি অদ্ভুত শিক্ষাপ্রণালী ছিল। সে শিক্ষা এখনকার ন্যায় গ্রন্থ-নিবদ্ধ নহে। ডাক্তার বাবু এক গাড়ী পুস্তক না দেখিয়া একটা ব্যবস্থা দিতে বা একটা রোগ নির্ণয় করিতে পারেন না। উকিল বা ব্যারিষ্টার মহাশয়গণও তদ্বৎ। কিন্তু সংস্কৃত টোলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শিক্ষানৈপুণ্য ও বিচারপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ ভিধান প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিচার পরস্পরে করিয়া থাকেন, অথচ একখানি পুস্তক স্পর্শ করেন না। শিক্ষা এমন সসার ও পরিপক্ব যে ভ্রমবত

বর্ষীয়ান্ অধ্যাপকেও তাহা দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে অধ্যাপকের ক্রমবৃত্তির বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইল, তাঁহার তাদৃশী অবস্থাতেও বাল্যশিক্ষা বলবতী ছিল। আমরা বাল্যকালে যখন ব্যাকরণ পড়িতাম, সন্ধি বা ধাতুর কোন পদ সাধনে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রথমে যুবক অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তাঁহারা প্রায়ই আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেন না। কিন্তু উপরি-উক্ত বর্ষীয়ান্ অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহার সদুত্তর পাওয়া যাইত। কি অদ্ভুত শিক্ষা! এরূপ শিক্ষা অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে; পূর্ব্বোক্ত যুবক অধ্যাপকগণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ ও আলোচনা-ভিনিবেশও অধুনাতন ছাত্রাধ্যাপকের স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। এই একটি গল্প দ্বারা এই কথার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাইখানার নামও ছিল না। এখন যেমন মিউনিসিপাল টাউন মাত্রেই কূপ বা তোলা পাইখানা না করিলে চলে না;—তোমার একাশন বা অর্দ্ধাশন হউক, অন্নাভাবে দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হউক,—তাহা কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না;—দেখিয়াও দেখিবে না; তোমার বাড়ীতে যদি পাইখানা না থাকে, কিম্বা কূপ পাইখানা নষ্ট করিয়া তোলা পাইখানা না করিয়া থাক,—তোমাকে নিশ্চয়ই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। পূর্ব্বকালে এ প্রকার সঙ্কট ছিল না। সকলেই ঝোপ, জঙ্গল, বাগান, বা ময়দানে মলত্যাগ করিত। বিশেষতঃ অতি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রাতঃ-শৌচের যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এখন গ্রাম, নগর ও জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তনে সে পাট প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে ব্যবস্থা অনেকেই জানেন, তথাপি গল্পকে সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ করিবার জন্য এখানে তাহারও উল্লেখ করিলাম। উল্লেখ করিবার আরও একটি কারণ আছে। সে কারণ এই, যখন লোকের বেশি কাজ থাকে না, তখন তাহার মস্তক হইতে কত প্রকার ফন্দী বাহির হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আর্য্য জাতির ছেলে-দোলাতেও উদ্দেশ্য আছে,—জনসমাজের কুশল কামনা আছে।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আদেশে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এবং হস্তে জলপাত্র ও স্কন্ধে ধনুঃশর ধারণপূর্ব্বক গ্রামপ্রান্তে গমন করিতেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া আকর্ণ সন্ধানে একটি শরক্ষেপ করিতেন। ঐ শর যত দূর গিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত, সেই স্থানে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তাহাতে মলত্যাগ করিতেন এবং খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মল

ঢাকিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ ভারতীয় সকল জাতির আদর্শ; সুতরাং তাঁহাদের অনুকরণে প্রায় সকল জাতিই গ্রাম হইতে দূর প্রদেশে ঐ প্রণালীতে মলত্যাগ করিতেন। এখন তোলা পাইখানা দ্বারা সুসভ্য ইংরাজ-রাজ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করান, প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ঐরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাইতেন—সঙ্গে সঙ্গে কেদার খণ্ডে সারাধান হইয়া যাইত।

আমাদের যে কেমন রোগ, খোষগল্প করিতে গিয়া কত বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। জয়রাম তর্কপঞ্চাননের সময়ে ধনুঃশর স্কন্ধে ধারণ রুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু জনসমাজ হইতে দূরে মলত্যাগের প্রথা রহিত হয় নাই। ঐ সময়ে একদা প্রাতঃকালে তিনটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জল-পাত্র হস্তে রাণাঘাট হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একজনেই একশ,—উপস্থিত ক্ষেত্রে তিন জনে উপস্থিত হইয়াছেন। শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। তিন জনই প্রাতঃকালীন শৌচোদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন। তিন জনের এক জন পূর্ব্ব পক্ষ, এক জন উত্তর পক্ষ এবং এক জন মধ্যস্থ। ঘোর বিচারের অবতারণা। সকলেই স্ব স্ব গৃহ হইতে অরুণোদয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শুক-পিক-কাকলী শুনিতে শুনিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিচার চলিতেছে,—আর মৃদুপদসঞ্চালনে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। যখন মাথার উপর চড়্‌চড়ে রৌদ্র লাগিল, তখন ঠাকুর মহাশয়দিগের বাহ্যজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপে অবগত হইলেন, রাণাঘাট হইতে প্রাতঃশৌচোদ্দেশে যাত্রা করিয়া, যগপুর ছাড়াইয়া, তাঁহাদের চাকদায় শুভাগমন হইয়াছে। তখন চাকদার জাহ্নবী স্রোতস্বতী,—সকলে তাড়াতাড়ি গঙ্গাবগাহন করিলেন এবং এক এক গাড়ু গঙ্গাজল লইয়া দিবা দ্বি প্রহরে সোণার চাঁদেরা আপনাপন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রাণাঘাট হইতে যগপুর আড়াই ক্রোশ এবং চাকদা চারি ক্রোশ, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

(ক্রমশঃ)

প্লেগ।

একি হ'ল ভয়,
কেহ নাহি রয়,
সোণার সহরে দিদি!
মোরাও পলাই,
কোথায় যা যাই,
কি হ'ল কি হ'ল বিধি!
বোম্বাই হইতে
আইল কেমতে

পোড়া পেলেগ বালাই ?
পড়িল তদন্ত,
হইল সিদ্ধান্ত,
ইঁদুর বাহনে ভাই।
শুনেছ কি কভু,
'দুর ছাড়ি প্রভু,
ঝোলা বেড গলা ফুলা
লইয়া আসিল,
প্রমাদ ঘটিল,
মুখে ছাই একি জ্বালা।
হচ্চে কত হ'বে,
দেখিছ দেখিবে,
পুড়িছ পুড়িবে বোন!
এযে কাল কলি,
সম্ভবে সকলি,
অসম্ভব আছে কোন্ ?
মরি—ক্ষতি নাই,
ধর্ম্ম রক্ষা চাই,
রাখিতে জীবন দিব।
অনেকেত ভাই,
পলাতেছে তাই,
শশব্যস্ত কি বলিব ?
শুনলো বিবম
বলি এই ভ্রম,
বিভু ভুলে নাহি ত্রাণ ;
যাহা কিছু হয়,
জানিহ নিশ্চয়,
আছয় তাহে কল্যাণ॥
দৃঢ় করি চিত,
হইয়া সম্প্রীত,
তিষ্ঠহ আপন গেহে।
যা কিছু মঙ্গল,
হইবে সকল,
ভকতি রাখহ তাঁহে॥

শ্রীন।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতহিতৈষী মহাত্মা ডবলিউ এস কেইন কিলমার্ণক প্রদেশের উদার-নৈতিক সভ্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন।

২। উক্ত মহাত্মা কেইনের কন্যা ডরোথি কেইন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি, উপাধি পাইয়াছেন।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ বৎসর নিম্নলিখিত মহিলাগণ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

এস, পি, মার্সেল (ফরাসী ও ইংরাজীতে অনর সহিত)	প্রাইবেট
শিশিরকুমারী বাগচী	বেথুন কলেজ
ডি সৌজা ফ্রান্সেসকা	ঐ
মার্গারেট গুপ্ত	ডবটন কলেজ
রাইপার এমি	ঐ

৪। দিল্লীবাসী ক্ষত্রিয়েরা সভা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় যে ব্যক্তি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ

করিবে, তাহাকে "একঘরে" করা হইবে। পঞ্জাবীরাও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

৫। স্পেন-মার্কিন যুদ্ধে স্পেনের বার বার পরাজয় হইতেছে। আমেরিকানেরা সেন্টিয়াগো দুর্গ অধিকার করিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। কিউবা আর স্পেন রক্ষা করিতে পারেন, বোধ হয় না। সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে।

৬। মহীশূরের রাজমাতা এখন রাজ্যের অভিভাবিকা। ইনি স্ত্রীজাতির উন্নতির পক্ষপাতিনী। তাঁহার ব্যবস্থায় সম্প্রতি তত্রত্য মেয়ে হাঁসপাতালে সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীগণ কম্পাউণ্ডারী কার্য্য শিখিতেছেন।

৭। কেপ কলোনীর আপলো বন্দরে এক উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছে; তাহা ১২০ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট চৌড়া। এই উল্কাপাতে ৫০ ফুট গভীর এক গর্ত্ত হইয়াছে।

৮। তুরকের সুলতান মক্কাতে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ৬০০০ তীর্থযাত্রী বাস করিতে পারিবে। পৃথিবীতে এরূপ বৃহৎ বাটী নাকি আর নাই।

৯। নরওয়ে রাজ্যে নব-বিবাহিত দম্পতী অর্দ্ধ ভাড়ায় রেলপথে ভ্রমণ করিতে পারেন।

১০। গত ৩০এ এপ্রেল বারাকপুরের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকারকে যে ৩ জন গোরা নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে, হাইকোর্টের বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৭ বৎসর কঠিনশ্রমসহ কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। অপরাধীদের নাম বেঞ্জামিন উইন, আলবার্ট উইক্‌স ও জেম্‌স রিড।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ভূমিকম্প (কাব্য)—শ্রীবিপিন বিহারী ঘটক বিরচিত, ঢাকা বাবুর বাজার বেদব্যাস যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীসারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।৴০ আনা মাত্র। বিগত ভূমিকম্পে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তদবলম্বনে কাব্য-রচিত। বর্ণনা গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব এবং সদুপদেশ আছে।

বামারচনা।

রূপ।

রূপ রূপ ক'রে সবে মোহিত ভূতলে।
রে রূপ! তোমায় মোহে মোহিত সকলে।
কিবা বাল-যুবা জন, সুকেশ হয়েছে শণ,
তথাপি তোমার মোহে সেও যায় ভুলে,

আরসিতে মুখ দেখে মহা কুতুহলে।
স্বরূপে বলগো রূপ কি রূপ তোমার—
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা কি প্রকার?
মুগ্ধ হয় নারী নরে, বারেক বিলোকি তোরে,
বাঁধা রহে পরস্পরে শৃঙ্খলে তোমার,
বিরলে মাধুরি হেরি হয় চমৎকার।
রূপসী হলে রমণী, গরবে চলে অমনি,
ধরা সরা জ্ঞান করি হয়গো বিহ্বল,
তবু রূপ! হও তুমি জোয়ারের জল।
আমি নাহি ভালবাসি, কাল তারা মৃদু হাসি,
গোলাপের রঙ রূপ ভুবনভুলান,
নিবিড় নব নীরদ সুকেশ এলান।
আমি ভালবাসি রূপ, নাহি যাঁর অনুরূপ,
অনন্ত অক্ষয় রূপ, জগতে অনুপ,
পার্থিব রূপেতে আমি হই যে বিরূপ॥
হেরিবারে সেই রূপ, হইয়া সদা লোলুপ,
যথার্থ রূপস যেই এ বিশ্বের ভূপ,
জগতে নাহিক কেহ যাঁহার স্বরূপ।
বাল-রবি প্রভাতের, রাঙ্গা শশী শারদের,
জলদে দামিনী রূপ ভালবাসি হায়!
তারকাশালিনী আর অমার নিশায়॥
সুরক্তিম তামরসে, কৃষ্ণ অলি উড়ে বসে,
রূপেতে উন্মত্ত হয়ে কিবা গান গায়,
আঁখি ডুবু ডুবু ওই রূপের আভায়।
তাই বলি রূপ! তোরে সেই রূপ দেখা মোরে,
নয়ন সফল করে, দেও চিরতরে।
মকর হইয়া থাকি সে রূপ-সাগরে॥

শ্রীনৃপেন্দ্রবালা দাসী, ছাপরা।

অমৃতময়ি!

অভাগী অমৃতময়ি, বহুদিন আগে
ভাবিতাম মনে তুমি হবে রাজরাণী;
আজ দেখি ছাইভস্ম মাখা সে সোহাগে,
পিতা মাতা সাজাইয়া দিল ভিখারিণী!
এতোগো! বিবাহ নহে, কন্যা বলিদান,—
সতিনী,—বিমাতা, তুমি হ'লে আজ হতে,
আহাহা! পিতার প্রাণ এতই পাষাণ!
একটু করুণা নাহি হ'ল কোন মতে?
এমন সোণার তরী কর্ম্মনাশা জলে
কে কবে ভাসায়ে দেয়—আপন সন্তানে?
এ যে কন্যা বলিদান,—বিবাহ কে বলে?
জীবন্ত মানুষ দিল ঠেলিয়া চিতায়!
বালিকা অমৃত আজ হ'ল হলাহল,
সতিনী বিমাতা বেশে মহা অমঙ্গল!

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ্র।

দুঃখ আবাহন।

হেথায় গাছে না পাখী নড়ে না পল্লব,
নিশীথের অন্ধকার অঞ্চল মাঝারে,
ঘুমায়ে পড়েছে এবে শ্রান্ত এ জগত,
জীবনের কোলাহল মিলায়েছে দূরে।

আয় দুঃখ আয় হেথা এমনি সময়ে,
শ্রান্ত এ মস্তক রাখি তোর বাহুপরে,
একবার এ পরাণ কাঁদিবারে চায়
ঢালিয়া হৃদয় হায়। দীপ্ত অশ্রুধারে।
আয় তুই পদতলে দলিয়া হৃদয়
বসে থাক পাশে মোর চাহি মুখ পানে;
ভাঙ্গা বীণা ক'রে কাঁধে বিষাদ যেথায়,
তোর দীপ্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ুক সেখানে।
শুনে তোর পদধ্বনি ওই দেখ ধীরে
সুখ সে চলিয়া গেল স্বপনের প্রায়,
চির-বিস্মৃতির দূর সমাধি-মাঝারে;
আয় তবে ডাক্ মোরে তোর ও ছায়ায়।
দুখী সে যেমনে চুমে মরণের মুখ,
তেমনি আগ্রহভরে হৃদয় আমার
চুম্বন করিতে চাহে তোরে হায় দুখ!
নীরবে শোণিতধারা দিয়া উপহার।
আয় তুই বস পাশে হইয়ে নীরব,
কণ্ঠেতে জড়ায়ে তোর আলিঙ্গন-পাশ।
সারা নিশি শিরোপরে কাঁদিবে পেচক,
আঁধার মোদের ঘেরি ফেলিবে নিঃশ্বাস।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

নিদাঘ।

কে তুমিগো বল একবার,—
বসন করিয়া দূর,
লাজ ভয় করি চুর,—
"তাথৈ তাথৈ" রবে নাচ অনিবার।
ও পদ পরশে ধরা,
অনল অনল ভরা,
নাহি যেন সুখ সাধ মরমে কাহার।

কে তুমিগো হাস "খল খল"
তুমি কি শিবের নারী,
দৈত্যকুল-ধ্বংসকারী,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী এমন চপল?
পুনঃ রক্তবীজ সনে,
সমর কি রণাঙ্গনে,
তাহারি শোণিতে হেন উষ্ণ ধরাতল?

কিম্বা কোন বিরহিণী হায়,—
আপন প্রাণের কথা,
গোপন মরম-ব্যথা,
নীরবে লিখিয়া দেছে তোর ও হিয়ায়।
তপত নিঃশ্বাস দিয়া,
দেছে পত্র আবরিয়া,—
তাহারি বিষম তাপ ধরণী পোড়ায়?

পাছে তার মরম কথন
জানে জগতের কেহ
তাই কি করিয়া স্নেহ,—
ঢেকেছে বক্ষের ছায়ে করিয়া যতন?
সেই পত্রখানি তার,
দিতে ভবে উপহার,—
কে তুমি অনল মাখি এসেছ এমন?

নগেন্দ্রবালা।

No. 403. August, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩০৫—আগষ্ট, ১৮৯৮।	৬ষ্ঠ-কল্প।
৪০৩ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মদেশের মৌলমিন নগরে মহারাণীর এক প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় এক ভাস্কর ফটোগ্রাফ অবলম্বনে এই মূর্ত্তি এমন সুন্দররূপে খুদিয়াছে, যে সাহেবেরাও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কলিকাতায় কবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে?

সৎকার্য্যে দান— জাহাঙ্গিরাবাদের রাজা তাসডক রসুল খাঁ গত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে স্থানীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার এণ্টনি মাকডোনালের কীর্ত্তি স্মরণার্থ স্ত্রী ডাক্তার প্রস্তুত করিবার জন্য মাকডোনাল ফণ্ডে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমেরিকা আবিষ্কারোৎসব— কলম্বস যদিও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জ সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন, কিন্তু আমেরিগো ভেস্পুকসী নামে এক জন ফ্লোরেন্সবাসী সর্ব্বপ্রথম নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করেন, এই জন্য তাঁহার নামে উহা আমেরিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গত মে মাসে ফ্লোরেন্স নগরে এই ঘটনা স্মরণার্থ ৫ম শতাব্দীর উৎসব হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ড—আমেরিকার এক স্থানে একটী কুমড়া গাছ ২৩৬ ফিট ভূমি ব্যাপিয়া ছিল, তাহাতে ১৯টী কুমড়া হয়, এক একটা ওজনে ২৬ সের হইতে দেড় মণের উপর।

মৃত্যু—(১) গত ১লা শ্রাবণ হায়দ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার আসমান জার মৃত্যু হইয়াছে, ইনি এক জন বহু গুণান্বিত সম্ভ্রান্ত কৃতীপুরুষ ছিলেন। (২) ৩রা শ্রাবণ বোম্বাই পারসী সমাজের নেতা সার জেমসেটজি জি জি ভাই ফুসফুস

রোগে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। (৩) বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইনি একজন উদারহৃদয় দয়াবীর ছিলেন; (৩) কৃতবিদ্য মাজিষ্ট্রেট বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল পরলোকগত হইয়াছেন। (৪) সাগাইংয়ের সিবিল সর্জ্জন ব্রিগেড় সর্জন লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা ইঁহাদের আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং ভারতবাসীদের চরিত্রে ইঁহাদের সদ্‌গুণ সকল সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

যুবরাজের বিপদ—যুবরাজ ব্যারণ রথচাইল্‌ডের প্রাসাদের সোপান হইতে হঠাৎ স্খলিতপদ হন, তাহাতে হাঁটুর মালা ভাঙ্গিয়াছে। ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন্।

চান্দ্রধনু—গত ৩রা জুলাই বেগম-সরাই নামক স্থানে রাত্রিকালে সুন্দর রামধনু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা চন্দ্রের আভা পড়িয়া হয়।

স্পেন-মার্কিণ যুদ্ধ—সেণ্টিয়াগো ও তাহার নিকটবর্ত্তী ২টী নগর মার্কিণ-দিগের হস্তগত হইয়াছে। ২২৭৮০ জন স্পেনীয় সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মুক-বধির বিদ্যালয়—ভূতপূর্ব্ব প্রতি-নিধি ছোট লাট ষ্টিবেন্স সাহেব ইহার কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী বোল্‌টন সাহেব মনোনীত হইয়াছেন।

চিনে রাষ্ট্রবিপ্লব—চিনবাসীদিগের মধ্যে এক দল লোক বর্ত্তমান রাজবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনে উৎসুক। তাহাদের উত্তেজনায় চিনবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া রাজকীয় সৈন্যদলকে হারাইয়া দিয়া উচৌ নগরে উপস্থিত হইয়াছে।

নূতন রেলওয়ে—কটক হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়া-ছেন। ইহা মেদিনীপুর হইয়া আসিবে।

ধনাঢ্যা রমণী—"লেডী রেলম্‌স" নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত ৬টী রমণী পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন:—(১) মাডাম কুসিমো, (২) বিবী গ্রীন, (৩) বর্দে কুট্‌স্, (৪) মাডাম বারিয়াস, (৫) কুমারী গ্যারেট, (৬) মাডাম উলেস্কা। কুসিমের দৈনিক আয় প্রায় ৫ হাজার পাউণ্ড বা ৬০।৭০ হাজার টাকা।

নূতন ভূত—অধ্যাপক রামসে এবং ট্রাভার্স নূতন দুইটী ভূত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের নাম ইউকন ও মেটাঅর্গন।

ঘটার বিবাহ—পঞ্জাবের ফরিদকোটের রাজা একমাত্র কন্যার বিবাহে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১ লক্ষ টাকায় কন্যার জন্য ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করা হইবে।

ভূমিকম্প—গত ২৫এ জুলাই রঙ্গপুরে বার বার ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। মণিপুর ও আসামের অন্য কোন কোন স্থানেও ঐরূপ হইয়াছে।

দেশী বারিষ্টার—এবার ২৪ জন

ভারতবাসী ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৬ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান ও ৩ জন পারসী। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুত্র মহীমোহন ইহঁাদের মধ্যে একজন।

স্বাধীন মুসলমান রমণী—আফ্রিকার নাইগার নদীর তীরে তুয়ারেগ নামে এক জাতীয় মুসলমান আছে, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত মুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং স্বয়ম্বরী হইয়া স্বামী নির্ব্বাচন করে। ইহা সাধারণ মুসলমান প্রথার বিরুদ্ধ। কথিত আছে এক সময় তুয়ারেগ সৈন্যদল শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। তদবধি পুরুষেরা লজ্জায় মুখাবরণ ধারণ করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়াছে!

দুর্ঘটনা—মেদিনীপুর বন্যায় ৭০০ বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। পেসোয়ারে অগ্নিকাণ্ডে ২১টী হিন্দু দেবমন্দির ভস্মসাৎ হইয়াছে।

রাজকীয় ভ্রমণ—জর্ম্মণ সম্রাট সাড়ম্বরে খৃষ্টীয় তীর্থস্থান জরুজিলম দর্শন করিতে আসিতেছেন, তথায় একটী গিরজা প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কাফিরিস্তান।

কাবুলের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ অবস্থিত, উহা কাফিরিস্তান নামে বিদিত। তথাকার অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, তজ্জন্য মুসলমানগণ তাহাদিগকে কাফির বলিয়া থাকে। এই কারণেই এই স্থানের নাম কাফিরিস্তান হইয়াছে এবং এই দেশবাসিগণকে সকলেই কাফির বলিয়া থাকে। ইহাদিগের আর একটী নাম "সিয়াপোশ্"। "সিয়াপোশ্" শব্দের অর্থ কৃষ্ণবস্ত্র। কাল ছাগলের চামড়ার গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহারা "সিয়াপোশ্" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন ইয়োরোপবাসী কাফিরিস্তানে কুত্রাপি প্রবেশ করেন নাই। মুসলমানগণও এই প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। আফগানিস্থাননিবাসী মুসলমানগণ অন্ততঃ এক জন কাফিরকেও হত্যা করা জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য মনে করেন। কাফিরদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে অন্ততঃ এক জন মুসলমানকে বধ করিতে না পারিলে জীবন গৌরবান্বিত হয় না। কাফিরদিগের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে এক দরিদ্র কাফির এক জন ধনী মুসলমানের নিকট তাহার পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিল। তনয় মুসলমানের অধীন হইল, কিন্তু মুসলমান-বিদ্বেষ হৃদয় হইতে

দূর করিতে সক্ষম হইল না। সে এক-দিন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া অল্পকাল মধ্যে চৌদ্দ জন মুসলমানের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া কাফিরিস্তানস্থ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

জনপ্রবাদ আছে যে কাফিরগণ ইউরোপীয়গণের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট। কিন্তু এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতিগণের যেরূপ বর্ণ ও আকৃতি হইয়া থাকে, কাফিরগণও সেইরূপ বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদিগের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা বলবান্, সাহসী, আমোদ-প্রমোদ-নিরত। ইহাদিগের মধ্যে মদ্য-পান বহুলরূপে প্রচলিত। পূর্ব্বকালে এক সময়ে ইহারা জল পান না করিয়া কেবল মদ্যই পান করিত। প্রত্যেক কাফিরের গলদেশে একটী চামড়ার থলি লম্বমান আছে; উহা সর্ব্বদাই মদ্যে পূর্ণ থাকে। কাফিরদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে অদ্যাবধি এই প্রথা প্রচলিত আছে যে যে পর্য্যন্ত না এক জন কাফির পুরুষ একজন মুসলমানকে হত্যা করিবে, তদ-বধি তাহার বিবাহ করিবার অধিকার জন্মিবে না।

কাফিরদিগের সাহস অতুল। তিন চারি জন কাফির একত্রিত হইয়া মুসলমানের রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা-দিগের দুর্গ হইতে বন্দুক বা বারুদ অপহরণ করিয়া আনে, এবং প্রায়ই শত্রুপক্ষীয় দুই চারি জন লোককে হত্যা করিয়া স্বদেশে নিরাপদে প্রত্যাগমন করে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

কাফির মহিলাগণ সুন্দরী বলিয়া খ্যাতা, এই জন্য আফগানিস্তানের ধনী মুসলমান-গণ কাফির মহিলা বিবাহ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন।

কাফিরগণ পৌত্তলিক। তাহারা কতকগুলি দেব দেবীর পূজা করে। দেবতার সম্মুখে সঙ্গীত, নৃত্য, ও বলিদান করা হয়। ভোজও তাহাদিগের ধর্ম্মোৎ-সবের একটী প্রধান অঙ্গ। দেবতার সম্মুখে যে নৃত্যাদি হয়, তাহাতে স্ত্রী-লোকেরা যোগ দিতে অধিকারী নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা দেবীর সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নৃত্য হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর হইল আফগানিস্তানের আমীর কাফিরস্তান আক্রমণ করেন। কিম্বদন্তী আছে যে তিনি ১৬ হাজার কাফির পুরুষ ও স্ত্রীকে বন্দী করিয়া কাবুলে লইয়া যান। আমীরের এই বিজয় ঘটনা লইয়া একখানি পুস্তক রচিত হইয়াছে। কাফিরদিগের বল বিক্রম কত, সীমান্ত যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও সময় সময় তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন।

সদুপদেশ ও সার বাক্য।

(গত প্রকাশিতের পর)

২১। দুইটী ব্যক্তি আছেন, তন্মধ্যে একের সম্পত্তি অল্প, কিন্তু তদপেক্ষা আরও অল্প হইলেও তিনি সন্তোষ অনুভব করেন; অপরটির বিপুল সম্পত্তি আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্তোষ নাই, আরও কিসে তাহা বাড়িবে সর্ব্বদাই এই চেষ্টা। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ধনী।

২২। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও অমূলক সংস্কারের ভিত্তি ধীরে ধীরে শিথিল হইতে থাকে।

২৩। লোকে ধর্ম্ম বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবে, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ প্রকাশ করিবে ও বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিবে, ধর্ম্ম প্রচার জন্য ঘোরতর আন্দোলন করিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিবে, এবং আরও নানা কাণ্ড করিবে, কিন্তু সার বিষয় যাহা—অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন যাপন করা, তাহার প্রতি মনোযোগী হইবে না। কি ভ্রম! কি পরিতাপ!

২৪। বিলাসিতা যতটুকু সুখ প্রদান করে, তদপেক্ষা অধিক সুখ হরণ করে।

২৫। সতর্কতার সহিত সহজে ভয় মিশ্রিত হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি সতর্ক হয়েন, কিন্তু ভীত হয়েন না।

২৬। প্রত্যেক মানুষ আপনার বিপদ-কেই অন্য লোকদের বিপদ অপেক্ষা গুরুতর মনে করে।

২৭। বৃদ্ধের মন অতীতের এবং যুবার মন ভবিষ্যতের উপর সদাই নিপতিত।

২৮। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—দুশ্চিন্তার বিরাম ও উদ্বেলিত হৃদয়ের আরাম।

২৯। প্রখর বুদ্ধি অথবা তেজস্বী মানসিক বৃত্তির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি, কিন্তু হৃদয়ের বিকশিত সদ্ভাবগুলির সহিত কি মানসিক বৃত্তির তুলনা হইতে পারে?

৩০। যাহারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কখনও মানব সমাজে নিম্নস্থান অধিকার করিতে হয় না।

৩১। শত্রুর প্রতি সদয় হও, তাহা হইলে আর সে তোমার শত্রু থাকিবে না।

৩২। যে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, সে তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনিও শাস্তি ভোগ করে। ঘৃণার সহিত মানসিক বিকট যন্ত্রণা কি সূক্ষ্ম ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে!

৩৩। যে সকল লোক মস্তিষ্ক চালনা করে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যে মস্তিষ্ক আছে ইহা মনে করা ভ্রম।

৩৪। আত্মশাসন অর্থাৎ মনের উপর ন্যায় ও ধর্ম্মের শাসন যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনিই মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩৫। অধ্যবসায় সহিষ্ণুতার ভগিনী,

একনিষ্ঠার কন্যা, শান্তির বন্ধু এবং বন্ধুতার বন্ধন।

৩৬। যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, তাহাকে অন্যের অনুগ্রহের ভিখারী হইতে হয় না।

৩৭। যিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে তিনি এক মহাশত্রুকে জয় করিয়াছেন।

৩৮। অবিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া দেখিও যেন নাস্তিকতা ও ধর্ম্মহীনতা দোষে দূষিত হইও না।

৩৯। ঝটিকার সম্মুখে ফুৎকার দেওয়ার ন্যায় ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সদ্যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা বিফল।

৪০। গ্রন্থাধ্যয়নের একটী কার্য্যকারিতা এই যে উহা বিপদের ভার লাঘব করে এবং সম্পদের সুখ দ্বিগুণিত করে।

চীনদেশের কতকগুলি অদ্ভুত-রীতি।

কোনও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চীন ভদ্র লোক আপনার হাত দুখানি নাড়িতে থাকেন, তৎপরে হস্ত দ্বারা মস্তক আবৃত করেন। বন্ধুর সহিত বন্ধুর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর স্কন্ধ-ঘর্ষণ দ্বারা প্রণয়সূচক অভিবাদন করা হয়।

গৃহে সমাগত বন্ধুকে যদি আহার করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে আহার করিবার জন্য কোন অনুরোধ করেন না, কিন্তু যদি তাঁহাকে আহার করাইবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে বলেন,—"আজ অনুগ্রহ করিয়া আমার আলয়ে আহার করিবেন না কি?" সমাগত বন্ধু এই প্রশ্ন শুনিলেই বন্ধুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

যাঁহার অন্ততঃ একটীমাত্রও পুত্র আছে চীন দেশে তাঁহাকে লোকে বিনা আপত্তিতে ঋণ দান করেন, কিন্তু যাঁহার কেবলই কন্যা আছে তাঁহাকে কেহই ঋণ দেয় না। চীন দেশের আইনানুসারে পিতা ঋণগ্রস্ত হইলে কেবল পুত্রই যে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য তাহা নহে, প্রপৌত্র ও তস্য পুত্র পর্য্যন্ত ঐ বাধ্যতায় আবদ্ধ।

শত্রুর মৃত্যু কামনা করিলে চীন দেশীয় লোক শত্রুর দ্বারদেশে গমন করিয়া তথায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে যে কেবল শত্রু মরিবে তাহা নহে, তাহার পরিবারস্থ সকলেই কাল-সদনে নীত হইবে।

চীনদেশে ধনী ব্যক্তির ভৃত্যগণ বেতন প্রাপ্ত হয় না—বক্‌সিস্ প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যের জন্যই প্রভু স্বেচ্ছাক্রমে বক্‌সিস্ দিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে যুবতী মহিলাগণের মধ্যে যিনি রূপে গুণে ও পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, তিনিই সমাজের অধিনেত্রী পদে বরণীয়া—কিন্তু চীনদেশে রূপ গুণ ও পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী-কেই ঐ পদে বরণ করা হয়।

বয়স্ক ব্যক্তিগণই চীনদেশে ঘুঁড়ি উড়ান ও গোলা খেলায় প্রবৃত্ত হয়েন, বালক ও যুবকগণ কেবল তাহা দর্শন করেন।

চীনবাসীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা এই যে যে সিন্দুকে তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা যেন অতি সুন্দর হয় এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

যদি কোন চীনবাসী কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের নিকট হইতে উপহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে একটী অল্প মূল্যের উপহার পাঠাইয়া দেন। চীনদেশের প্রথা এই যে যে মূল্যের উপহার পাওয়া যাইবে, তৎপ্রদাতাকে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের উপহার পাঠাইতে হইবে।

ইয়োরোপীয় প্রদেশ সমূহে মহিলাগণ হাতপাখা ব্যবহার করেন, পুরুষগণ করেন না। চীনদেশে বিপরীত নিয়ম।

ইয়োরোপীয় ভদ্র পুরুষগণ ছড়ি হাতে করিয়া পথভ্রমণে বাহির হয়েন, কিন্তু চীনদেশে মহিলাগণের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত।

যে সকল অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পরিচয় থাকে, তাহাদিগের মধ্যে চীনদেশে বিবাহ হয় না। পাত্র ও পাত্রী সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের নিকট অপরিচিত না হইলে বিবাহ সিদ্ধ নহে। এই জন্য চীনদেশে বরকন্যা প্রায় কখনই এক নগর বা গ্রামের হয় না।

বিবাহের পূর্ব্বে তিন দিন মাত্র বর ও কন্যা পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিতে পারেন।

বর্ণিয়া।

(গত প্রকাশিতের পর)

বর্ণিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া নগর দর্শন করিতে করিতে যাইতেছিল—এমন সময় সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জলছত্র দেখিতে পাইল। সেই জলছত্রের পশ্চাৎ-ভাগে বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ। রৌপ্যজড়িত তরু-গাত্রে লেখা রহিয়াছে "সংযুক্তার জলছত্র।" বর্ণিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল স্বামিন্, এ সংযুক্তা কে ?

অমর মৃদুস্বরে কহিলেন "পরে জানিবে।"

শিবিকা একটী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল, বর্ণিয়া দেখিল বিদ্যালয়ের উপর লেখা রহিয়াছে "সংযুক্তা স্কুল"।

তাহার পর শিবিকা যথাস্থানে গিয়া পঁহুছিল। দাসীরা আসিয়া বহু সমাদর-সহকারে বর্ণিয়াকে দ্বিতল গৃহে লইয়া গেল।

অমর বর্ণিয়ার বাটীতে সাবধানে কুলুপ লাগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বর্ণিয়া যে বাড়ীতে রহিল, তাহার সম্মুখেই ত্রিতল দালান সমলঙ্কৃত আর একটী বাড়ী। অমর তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে দ্বিতল গৃহে মলিনাঞ্চল বিছাইয়া এক রমণী শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। অমর তথায় গিয়া আদরের সহিত তাহাকে তুলিলেন এবং অশ্রুজল মুছাইয়া কহিলেন "সংযুক্তা! এখন কেমন আছ? আমি আসিয়াছি।" অমরের প্রতি চাহিয়া সংযুক্তা আর্ত্তস্বরে কহিল "তুমি বর্ণিয়াকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছ। বর্ণিয়াই আমার শত্রু।"

অমর—হাঁ বিবাহ করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু বর্ণিয়া কখনও তোমার শত্রু নহে। সংযুক্তা, তুমিই আমার প্রথমা স্ত্রী, আমি এখনও তোমাকে ভাল বাসি, তুমি দুঃখ ভুলিয়া যাও। আমার ত সবই তোমার —বর্ণিয়াকেও তোমাকে দিলাম।

সংযুক্তা—আমি ধন রত্ন চাই না। তুমি আমার হও। তোমাকে না পাইয়া তোমার ধনে আমি কখন সুখী হই নাই।

অমর তখন আর সংযুক্তার সহিত অধিক বাক্যালাপ না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি বহু দিন বিষয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আজ স্থির হইয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে সংযুক্তার হৃদয়ে বিষ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। নিজের সুখের পথ নিজেই পরিষ্কার করিবে বলিয়া সংযুক্তা একজন দাসী সমভিব্যাহারে শিবিকা যোগে বর্ণিয়ার বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলে, দাসী তালা ভাঙ্গিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিল।

তখন সন্ধ্যার অন্তিম সময়, ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার আসিয়া সমস্ত দিক্ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। সেই সময় সংযুক্তা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর্ণিয়ার নিকট উপস্থিত।

বর্ণিয়া তখন স্বামীর জন্য বেল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল।

বিষাক্ত স্বরে সংযুক্তা ডাকিল "বর্ণিয়া"। বর্ণিয়া ব্যাকুল চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বহু দিন পরে সংযুক্তাকে দেখিয়া আহ্লাদ গদগদ চিত্তে সংযুক্তাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিল। বর্ণিয়াকে তদবস্থায় দেখিয়া সংযুক্তা তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া গেল। বর্ণিয়া অবাক্ হইয়া কহিল "সংযুক্তা, সখি ভগিনি! তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সংযুক্তা ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া

কহিল "বর্ণিয়া তুই আমার শত্রু, তুই আমার স্বামি-হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছিস। তোর জন্যই আমি আমার দেবতুল্য স্বামীর স্বর্গীয় ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াছি। তুই দূর হ তোকে দূর করিব বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি।"

বিষম বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বর্ণিয়া কহিল "সংযুক্তা, কে তোমার স্বামী?"

সংযুক্তা—যিনি শ্যাম লতামণ্ডপে তোকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই আমার স্বামী—অমরতুল্য অমর। পাপিষ্ঠা তোকে দেখিয়াই তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন। বর্ণিয়া তুই চিরকালই আমার শত্রুতা সাধন করিলি। প্রথমে সেই শৈশবের কুসুম নগরীতে বনমাঝে কুসুম ক্রীড়া করিতে করিতে আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হই। প্রথমে তিনি আমাকেই ভালবাসিয়াছিলেন। সেই সব ফুলবনে কুসুমস্তবকে উপবেশন করিয়া তাঁহার সঙ্গে কত মধুর আলাপ করিতাম, তাহার পরেই তুই রাক্ষসী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলি। তিনি পরম দয়ালু, তোর দুঃখে দুঃখিত হইলেন। জানি না তুই কোনও মন্ত্রে বশ করিয়াছিলি কি না, কারণ তিনি তোর রূপেও মুগ্ধ হইলেন। আমাকেও তিনি যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু সে প্রকৃত প্রেম আমি হারাইলাম। তাহার পর ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তোকে দেশত্যাগী করিয়া দিলাম। তুই দেশ হইতে চলিয়া গেলে আমাকেই তিনি বিবাহ করিলেন; আপনার দেশে লইয়া আসিলেন, অনেক রত্ন অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন; বহু দাস ও দাসীর কর্ত্রী করিয়া দিলেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে তিনি এত বড় ধনী লোক। কিন্তু রাক্ষসী তুই আমার সব সুখ নষ্ট করিলি, আমি আর কখনও তাঁহার প্রকৃত প্রণয়াদর লাভ করিতে পারিলাম না। তোর অনুসন্ধানেই তিনি অধিক সময় দিতেন। আমার গুপ্ত চরও তোর অনুসন্ধানে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষে পড়িবার পূর্ব্বেই তুই তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিলি, তাই তোর প্রাণ সে বার রক্ষা পাইয়াছে।

আমি যে লতামণ্ডপে শত পরিচারিকা ও সহচরীদের সঙ্গে খেলা করিয়াছি, সেই লতামণ্ডপেই তোর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তুই জানিস্ কার অনুমতি-ক্রমে দাসীরা তোকে চুরি করিয়া বিষ-মিশ্রিত সরবৎ খাইতে দিয়াছিল? পাহারা-ওয়ালারা কার অর্থে বশীভূত হইয়া দাসী-দিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল? স্বামীর অসীম বল, অদম্য সাহস, অপ্রতিহত বেগ এবং অসাধারণ প্রতিভার জন্যই তখন তোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। আমি আজ রাক্ষসী তোর জন্য আমার মনের সমুদয় মহত্ব হারাইয়াছি। এই দেখ আমি আপনি খাইব বলিয়া যে বিষ রাখিয়াছিলাম, তাই তোর জন্য আনিয়াছি। এই নে, এই বিষ খাইয়া মর। আমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য সম্পদ্ ভোগ করি।

মন্ত্রৌষধিমুগ্ধার ন্যায় বর্ণিয়া বিষের কৌটা হাতে করিয়া কহিল "সংযুক্তা,

আমি যদি জানিতাম যে তিনি তোমার স্বামী, তবে তাঁহাকে কখনও বিবাহ করিতাম না।" সংযুক্তা আরক্তলোচনে বর্ণিয়ার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তখন রাত্রি ৮টা মাত্র। বর্ণিয়া পরিচারিকাদিগকে বিদায় দিয়া আপন ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল :—

তিনি সংযুক্তাকে নিরাশ করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, এটা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যথার্থই আমি সংযুক্তার শত্রু। এমন দেবতুল্য স্বামীর ভালবাসা এবং বিমল সংসার সুখ ভোগ করিতে যাহার জন্য বাধা পড়ে, সে শত্রু বই কি! তবে কি আমি মরিলেই সংযুক্তা সুখী হয়। হাঁ তা বই কি? আমি মরিলেই সে সুখী, আমি না থাকিলেই সে এ স্বর্গসুখের অধিকারিণী হয়। তবে এই বিষ খাইয়া মরি, পরের জন্য মরাই ত সুখকর। আগে স্বামীকে একবার দেখি, না না তাহা হইলে সংযুক্তার অসুখ বৃদ্ধি হইবে, এখনি মরি। বর্ণিয়া তখন জলের সহিত বিষ গুলিয়া পান করিল। তারপর বর্ণিয়া চুলের বেণী বাঁধিয়া ফুলের মালা পরিয়া জানালার কাছে জ্যোৎস্নালোকে শয়ন করিয়া মহানিদ্রার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে অমর বিষয়কর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় পাগলের ন্যায় বর্ণিয়ার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুক্ত জানালার জ্যোৎস্নালোকে বর্ণিয়ার নবীন রূপ জ্বলিতেছে। তাহার শিয়রেই উন্মুক্ত বিষের কৌটা রহিয়াছে। অমর বর্ণিয়াকে কোলে করিয়া অধীর ও সন্তপ্ত হৃদয়ে "বর্ণিয়া বর্ণিয়া" বলিয়া কত ডাকিলেন। হায়! বর্ণিয়া কি আর এ সংসারে আছে! বর্ণিয়া তখন মহানিদ্রায় নিদ্রিত। অমর বুঝিলেন সব ফুরাইল— ফোটো ফোটো কুসুম-কলিকা বসন্ত-প্রারম্ভেই বিশুষ্ক হইল।

যে মুহূর্ত্তে অমর শুনিয়াছিলেন সংযুক্তা তালা ভাঙ্গিয়া বর্ণিয়ার গৃহে গিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে যে বিষম বিপদাশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অধীর হইলেন। [বর্ণিয়া আর এ সংসারে নাই, তাঁহার জন্যই তাহার পবিত্র প্রাণ বিনষ্ট হইল, চিরদুঃখিনী কখনও সুখের মুখ দেখিতে পাইল না, অমর অশ্রুজলে বর্ণিয়াকে সিক্ত করিয়া কহিলেন "আহা! বর্ণিয়া, তুমি একবার ওঠ, উঠিয়া দেখ তোমার স্বামী তোমার জন্য কত অধীর।"

আজ অমরের নিকট সমুদায় সংসার বিষবৎ হইল। তিনি প্রিয়তমার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বিষের অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং পান করিলেন। এইরূপে তাঁহার বিষম কর্ম্মের পরিণাম ফল ফলিল।

পর দিন বেলা ৯টার সময় এক অজানা আশঙ্কায় সংযুক্তার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সংযুক্তা বিনা দাসী বিনা শিবিকায় বর্ণিয়ার গৃহাভিমুখে ছুটিল। বর্ণিয়ার গৃহ আজ বিষাদ-কালিমাময়। সংযুক্তা বর্ণিয়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল নিজের সর্ব্বনাশ

নিজেই করিয়াছে। কুসুমাকীর্ণ শয্যোপরি স্খলিত চন্দ্রের ন্যায় অমর দেব পড়িয়া আছেন, তাহার কোলের ভিতর ছিন্ন স্বর্ণলতিকার ন্যায় বর্ণিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়েই চির নিদ্রায় নিদ্রিত। সেই মুহূর্ত্তেই সংযুক্তার পূর্ব্ব জ্ঞানের উদয় হইল। তাহা হইতে যে এ বিষম শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহা তাহার বিলক্ষণ বোধগম্য হইল। তখন সে আক্ষেপ করিতে লাগিল যে সে কেন বর্ণিয়াকে লইয়া স্বামিসহ সুখে সংসার করিতে পারিল না। বর্ণিয়া তাহার একান্ত অনুগতা ছিল, মরণেও মহা আনুগত্য প্রকাশ করিয়া গেল। হায়! তখন অনুতাপে বিদগ্ধ হৃদয় লইয়া সংযুক্তা স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিল। তাহার পর দুঃখিনী বর্ণিয়াকে কোলে করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে কহিল "বর্ণিয়া, ভগিনি সরলে! যাহাকে প্রাণ সঁপিয়াছিলে তাহাকে লইয়াই স্বর্গে চলিলে। যাও ভগিনি! আর আমি তোমার সুখে বাধা দিব না। বর্ণিয়া তুমি সোণার প্রতিমা, সোণার রথে স্বর্গে গেলে! যাও ভগিনি! আর আমি তোমার সুখে বাধা দিব না।"

সংযুক্তা বর্ণিয়াকে পুনরায় স্বামীর কোলে রাখিয়া কহিল "এস কুসুম নগরীর প্রতিবেশিগণ! তোমরা এস, দেখিয়া যাও কে ভাল—সংযুক্তা না বর্ণিয়া? কে দেবী, কে রাক্ষসী? সংযুক্তা অঁাচলে বর্ণিয়ার মুখ মুছাইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিল :—

বর্ণিয়া, তুমিই ভাল, তুমিই ভাল।

ওহো বর্ণিয়া! বর্ণিয়া!

এইরূপে সংযুক্তার অদৃষ্টের বিষম ফল ফলিল। দুর্ভাগ্যভারতে এইরূপ স্বামীর দোষে কত দেবী রাক্ষসী হয়, কত কুসুম-কোমল প্রাণ বিনষ্ট হয়, কত মহাসুখী প্রাণ অসুখী হয়, তাহার সীমাপরিসীমা নাই।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয়।

ডাক্তার মেকলাউড স্কটলণ্ডের এক জন খ্যাতনামা ধর্ম্মযাজক ও গ্রন্থকার। মহাত্মা অধ্যাপক ব্লাকির সহিত তাঁহার গভীর প্রণয় ছিল। ব্লাকির ন্যায় উচ্চ-হৃদয় ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতবাসী কোন কোন শিক্ষিত হিন্দু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার জীবনের সকল তথ্য জানিয়া তাঁহাকে ঋষি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্লাকি মধ্যে মধ্যে ডাক্তার মাক্‌লাউডের গ্লাসগো নগরস্থ ভবনে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন। ডাক্তার মাক্‌লাউড লিখিয়াছেন, এক দিন রাত্রে ব্লাকি ও আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে ব্লাকি বলিলেন "দেখ,

আমার আর যে দোষ থাকুক না কেন, আড়ম্বর-প্রিয়তা দোষে আমি দোষী নহি।" আমি মুখে এমনি ভাব প্রকাশ করিলাম যেন ব্লাকির কথাটী আমার কাছে অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্লাকি তাহাই ঠিক্ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না? আচ্ছা, আমার আড়ম্বর-প্রিয়তার একটাও প্রমাণ দেও দেখি।' আমি বলিলাম "দিবারাত্রি তুমি ঐ সুন্দর রঙচঙে গাত্রাবরণটী গায়ে ফেলে বেড়াও কেন?" এই কথা শুনিয়া ব্লাকির মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন;—দেখ, সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন বড় গরিব ছিলাম, ভাল খেতে, ভাল পর্‌তেত পেতামই না, অনেক দিন ছিন্ন বস্ত্রে রাজপথে বাহির হইতে হইত। আমার উপরের কোটটী বড় ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমি তাতে বড় ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। এক দিন আমার স্ত্রী কোটের ছিন্ন স্থান সমস্ত আমাকে দেখাইয়া একটা নূতন কোট শীঘ্র কিনিতে বলিলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখাইলাম দুই চারি মাসের মধ্যে নূতন কোট কিনিবার উপযুক্ত টাকা পাওয়া যাইবে না। ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সুন্দর শালখানি আনিয়া আমার স্কন্ধদেশে লম্বমান করাইয়া দিলেন। সে সময় প্রেমে ও কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। জীবনের সেই সুধাময় শুভ ঘটনাটীর স্মৃতি রক্ষার জন্য সেই অবধি আমি আমার স্ত্রীর প্রদত্ত শালখানির অনুরূপ শাল অনুক্ষণ আমার স্কন্ধোপরি ফেলিয়া রাখি।"

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ডাক্তার মাক্‌লাউডের চক্ষু অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। অধ্যাপক ব্লাকির পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের এই পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। ইয়োরোপ খণ্ডে চারি সহস্র দুইশত প্রকারের পুষ্প উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কেবল চারিশত কুড়ি প্রকারের ফুল সুগন্ধযুক্ত। এক হাজার এক শত চুরানব্বই জাতীয় ফুলের বর্ণ শ্বেত; নয় শত প্রকার জাতীয় ফুল পীতবর্ণ; লালবর্ণ ফুলের সংখ্যা আট শত তেইশ: পাঁচ শত চুরানব্বই নীলবর্ণ এবং তিন শত আট প্রকার ফুল ধূমল বর্ণ বিশিষ্ট।

২। আমেজন নদীর উপকূলে তাল-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। উহার পত্র দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১২ ফিট পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহা

অপেক্ষা বৃহত্তর পত্র অন্য কোন প্রদেশের অন্য কোন বৃক্ষে দেখা যায় না।

৩। বহুসংখ্যক শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের সিদ্ধান্ত এই যে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত একটী বিশ্বাস আছে যে মানবের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণার ন্যায় শারীরিক ক্লেশ আর দ্বিতীয় নাই; তাহার মূলে সত্য নাই। যে কারণেই মৃত্যু হউক না কেন, প্রকৃত মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ সংজ্ঞাশূন্য হয়, সুতরাং তাহার কষ্টানুভব শক্তি বিলুপ্ত হয়।

৪। পক্ষী ও পতঙ্গ যে বেগে উড়িতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য কিছু কাল হইল একটী যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা সকল জাতীয় পক্ষী অপেক্ষা দ্রুততর বেগে উড়িতে পারে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে একটী মক্ষিকা ২৫ ফিট উড়িয়া যাইতে পারে। ভীত হইলে মক্ষিকা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ১৬০ ফিট পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। সকল পক্ষীর মধ্যে ইংলণ্ডের সোয়ালো নামক পক্ষী অতীব দ্রুতগামী। কিন্তু দেখা গিয়াছে সোয়ালো পক্ষী মক্ষিকার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াও তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

৫। মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সমান ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না। জন্মসময় হইতে প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে মস্তক ও গ্রীবা দ্বিগুণ, শরীরের মধ্যভাগ ত্রিগুণ, হস্তদ্বয় চতুর্গুণ এবং পদদ্বয় পঞ্চগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহাদিগের সকলের পরিবর্দ্ধনের গতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা, হস্তদ্বয় পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই দ্বিগুণ হয় এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় ত্রিগুণ হয়; তিন বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বেই পদদ্বয় দ্বিগুণ হয় এবং দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বেই চতুর্গুণ হয়।

৬। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলস্থ স্থল সমূহ পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম প্রদেশ। তথায় জুলাই ও আগষ্ট মাসে চল্লিশ দিবস কাল ভয়ানক গ্রীষ্ম হয়। এই সময়ে তাপমান যন্ত্রে পারদ ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং রাত্রির শীতলতম সময়েও ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামে না। উক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে কূপ মাত্রেরই জল শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু অনুপম প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐ সময়ে ঐ প্রদেশে পারস্য উপসাগরের মধ্য হইতে অসংখ্য ফোয়ারার আকারে লবণশূন্য নির্ম্মল শীতল জলরাশি নির্গত হইতে থাকে। অসংখ্য ডুবুরী উপসাগরের তলদেশে নামিয়া ফোয়ারার উৎপত্তি স্থান হইতে এমনি কৌশলে উহা হইতে জল সংগ্রহ করে যে ঐ জল সাগরের লবণাক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইতে পারে না।

৭। পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

৮। ৭৫০ প্রকারের গোলাপ জাতীয় পুষ্প দেখা গিয়া থাকে।

৯। ইয়োরোপ খণ্ডের সমস্ত প্রদেশের

মধ্যে স্কটলণ্ডে সূর্য্যালোক সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দিন, এবং স্পেনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন পাওয়া যায়।

১০। বধির ও মূকদিগকে ভাষা শিক্ষা দিবার যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সহায়তায় ইয়োরোপ খণ্ডের অনেক মূক ও বধির আপনাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে সক্ষম হইতেছে। তথাকার নানা স্থানের মূকগণ সভা সমিতি করিয়া আপনাদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সমুন্নত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মুক্তি-ফৌজ নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় একটী বধির ও মূকের দল করিয়াছেন। উহারা সপ্তাহে চারিবার একত্রিত হইয়া বাদানুবাদ দ্বারা আপনাদিগের উন্নতিসাধনের কার্য্যপ্রণালী স্থির করে।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু সতীর মনের বল।

ইছামতী নদী বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা ও বাদা বনের অনেক ভূমি জলসিক্ত করিয়া বঙ্গীয় সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। উহার প্রসিদ্ধির আর একটী কারণ আছে। তাদৃশী নক্রভীষণা নদী ভারতে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ইছামতীর বক্রতা, নক্রশীলতার যেমন একটী কারণ,—উহাতে পূর্ব্বকালে নৌকার তাদৃশী গতাগতির অভাবও অন্য একটী কারণ। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ নদীতে কুম্ভীরের যেরূপ উৎপাত ছিল, এখন সেরূপ নাই। আমি কোন সময়ে ইছামতীর তীরবাসী কোন কৃষককে উহাতে কুম্ভীরের উৎপাত কমিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিয়াছিল,—

"ইছামতীতে এখন আর সে কৈলে তাওড় নেই, আর এখন লাহ্নির কাজ বেড়েছে।" যে যে স্থলে নদনদী অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকিয়া যায়, সেই সকল স্থলে অধিক স্রোত থাকে না, এ জন্য তথায় কুম্ভীর সকল নিরাপদে বাস করিতে পারে। তাহাই ত্যাওড়। নৌকার গতাগতিকে 'লাহ্নীর কাজ' বলে। উহাও কুম্ভীরের ভীতিজনক। স্রোতচালিত বালুকা দ্বারা পুরাতন বক্রতার বিলোপ ও নূতন বক্রতার সৃষ্টি অসম্ভব নহে। ঐ দুইটী কারণে এখন ইছামতী নদীতে তাদৃশ কুম্ভীরের উৎপাত নাই।

যখন ইছামতী নদী নিরতিশয় নক্র-ভীষণা ছিল,—তখন তত্তীরবর্ত্তী প্রতি গৃহস্থের এক একটী ঘেরা ঘাট থাকিত;—প্রায় প্রতি দিনই প্রতি ঘাটে দুই একটী মনুষ্য ও গো-বৎস কুম্ভীরের কবলে পতিত হইত। আমরা সেই সময়কার একটী হিন্দু সতীর গল্প করিব। ঐ সময়ে

কখনও কখনও এমন ঘটনাও হইত—ঘেরা ঘাটের মধ্যে কুম্ভীর আসিয়া লুকাইয়া থাকিত;—প্রথমে যে সকল স্ত্রী পুরুষ অবগাহনার্থ ঐ ঘাটে অবতরণ করিত, তন্মধ্য হইতে এক জনকে মুখে করিয়া ঘাটের বেড়া উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কুম্ভীর পলায়ন করিত। এ জন্য প্রথম অবগাহনার্থীদিগকে ঘেরা ঘাটের জলে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ, বা যষ্ট্যাদির আঘাত করিয়া তবে জলে নামিতে হইত। যখন ইছামতীর এতাদৃশী ভয়ঙ্করী অবস্থা, তখন তত্তীরবর্ত্তী বারাকপুর গ্রাম নিবাসিনী একটী প্রৌঢ়া রমণী আঘাটায় স্নান করিতেন এবং জলে বসিয়া প্রতিদিন পূজাহ্নিক করিতেন। তাঁহার "শুচিবাই" ছিল, পাছে অন্যের জলস্পর্শ হয়, এ জন্য প্রাণান্তেও ঘেরা ঘাটে যাইতেন না। শুচিতা ও সদাচারের আধিক্যকে লোকে "শুচিবাই" বলে। উহা এখনও অনেক স্ত্রীতে,—কোনও কোনও পুরুষেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়া জিলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে,—যাহা এক্ষণে উলা নামে খ্যাত, প্রেমচাঁদ বিদ্যারত্ন বাস করিতেন। তিনি স্মার্ত্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালী অতিশয় প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন। উপরি-উক্তা প্রাণভীতি-পরিশূন্যা রমণী তাঁহারই জননী ছিলেন। আমরা ঐ সত্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের মুখে তাঁহার গল্প শুনিয়াছি।

তিনি আঘাটায় বসিয়া পূজাহ্নিক করিতেছেন,—কোমরের অর্দ্ধভাগ জলে মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে নদীর অপর দিকে কুমীর ভাসিল,—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কুম্ভীর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধ[illegible] রমণীর অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই; কিন্তু নদীর উচ্চ তীরস্থ কোন ব্যক্তির দৃষ্টি, এই ঘটনার উপর পতিত হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ঠাকরুণ,—ঠাকরুণ,—পলাও,—পলাও কুমীরে খেলে,—কুমীরে খেলে।"

ঠাকুরাণী কিয়ৎক্ষণের পর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "দূর পাগল,—বামনের মেয়েরে কখন কুমীরে খায়?" এই কথা বলিয়া পুনরপি পূজাহ্নিকে মনোনিবেশ করিলেন। কুমীর অদৃশ্য হইয়া গেল।*

(২)

ঐ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী যখন ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্বামীদেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। প্রেমচাঁদ বিদ্যারত্ন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তখন প্রেমচাঁদের আরও দুইটী জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান ছিলেন। ঠাকুরাণী পুত্রগণকে কহিলেন,—হিন্দু নারীর বিধবা জীবন ধারণ করা বড়ই বিড়ম্বনা। অতএব আমি কর্ত্তার সহগামিনী হইব, তোমরা সেইরূপ

* ইহাতে, যিনি যত পারেন, বিচার বিতণ্ডা করুন,—বা ইহার সপক্ষে বিপক্ষে হেতু বা অহেতু প্রদর্শন করুন।—ইহা কল্পিত গল্প নহে,—পরিস্ফুট সত্য ঘটনা। প্রঃ লেঃ।

আয়োজন কর। কর্ত্তার আর বিলম্ব নাই, বোধ হয়, দুই একদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।"

পুত্রগণ জননীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ভীত হইলেন। কহিলেন,—"সে কি মা, তুমি বল কি? তা এখনই হইতে পারিবে না। এককালে আমরা পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া সংসারে তিষ্ঠিতে পারিব না;—আমাদের ঘর সংসার ছারে খারে যাইবে।"

জননী কহিলেন,—"তোমাদের ঘর সংসার ছারে খারে যাইবে বলিয়া আমি ছারে খারে যাইতে পারিব না। বিধবা হইয়া এক দণ্ড থাকিব না। স্বামীর চরণ ভিন্ন হিন্দুনারীর অন্য গতি নাই। তোমরা আমার কথার অন্যথা করিও না।" পুত্রগণ জননীর স্বভাব জানিতেন। উক্তরূপ কথা কহিতে আর সাহস হইল না। কথায় অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—"মা, সহমরণের প্রথা প্রায় রহিত হইয়া আসিল। এখনকার নারী-গণের পুরাকালীন রমণীগণের ন্যায় মানসিক বল, সাহস ও সহিষ্ণুতা নাই। এখন কোন কোন নারী সতীত্বস্থাপনের জন্য স্বামীর সহগামিনী হন বটে, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তৎসঙ্গে অনেক গর্হিত ও নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সেটা বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। তুমি কোন প্রকারেই জীবিতাবস্থায় অনলচিতায় দগ্ধ হইতে পারিবে না। অধিকন্তু আমাদিগকে ঘোরতর শোক ও অনুশোচনায় পাতিত করিবে।" জননী পুত্রগণ মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই কহিলেন,—

"বটে? তোমরা সেই আশঙ্কা করিতেছ? তবে দেখ। দেখ তোমাদের মা পতির অনুগমন করিতে পারিবে কি না।" এই কথা বলিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন,—আপন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তৈলসিক্ত চীর খণ্ডের তিনটী আবরণ প্রদান করিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ অগ্নিশিখায় ধারণ করিলেন। পূর্ব্ববৎ অবিকৃত চিত্তে পুত্র ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। অঙ্গুলি চট্‌পট্‌ শব্দে দগ্ধ হইল। গৃহ মধ্যে শব-দাহের গন্ধ অনুভূত হইল, তখন পুত্রগণ হাহাকার শব্দে জননীর হস্ত ধারণ করিয়া রোদনোন্মুখ গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—

"মা, তুমি এই মর্ত্ত্যভূমিতে প্রত্যক্ষ দেবীরূপিনী। তোমার ইচ্ছাও জীবন্তী অনুষ্ঠানময়ী। তোমার এই ইচ্ছায় বাধা দেয় কাহার সাধ্য? আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবে, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আমরা তাহাই করিব।"

যে বঙ্গ এখন বিলাসতরঙ্গে ভাসমান, যে বঙ্গীয় কামিনীগণ ভীরু ও বিলাসিনীর অগ্রগণ্যা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই বঙ্গে এককালে এই প্রকৃতির অনেক নারী বিদ্যমান ছিলেন। এখনও যে এককালে নাই, এমন নহে। তবে অনেক অনুসন্ধানে বাহির করিতে হয়।

স্ত্রীভাগ্যে ধন।

"স্ত্রীভাগ্যে ধন, পতিভাগ্যে পুত্র।" এই বাক্যটি বঙ্গের চির-প্রচলিত প্রবাদ। যে বাক্য মিথ্যা, তাহা অনেক দিন টিঁকে না; যাহা সত্য, তাহাই সনাতন। প্রায় সমস্ত প্রবাদবাক্যের মধ্যেই সনাতন সত্য নিহিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উপরি-উক্ত প্রবাদের প্রথমার্দ্ধের উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

রামদুলাল সরকার কত বড় লোক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না বটে, কিন্তু তাঁহার নামটা, বোধ হয়, সকলেই জানেন। এককালে তিনি বঙ্গীয় বণিক-সমাজের মস্তক ছিলেন,—তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে বাজার সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল হইত। ইউনাইটেড ষ্টেটস, ফিলিপাইনপুঞ্জ, চীন, জাপান, ইংলণ্ড, পারিস প্রভৃতি স্থানের বণিকমণ্ডলী তাঁহাকে আপনাদিগের কলিকাতাস্থ মুরব্বি মনে করিত। তিনি তাহাদিগের প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া দিয়া এদেশীয় দ্রব্যজাত দ্বারা তাহাদিগের জাহাজ পূর্ণ করিয়া দিতেন। তাঁহার নিজের তিন চারিখানা বাণিজ্য-জাহাজ ছিল। সেই সকল জাহাজ বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিত। তিনি এককালে কলিকাতায় বার তেরটা হাউসের (বণিক্-কার্য্যালয়) মুরুব্বি ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে নগদ সাড়ে তিন কোটি টাকা ও অনেক টাকার ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া যান।

এই রামদুলাল সরকার যখন হাট-খোলার মদন দত্তের অধীনে [illegible] বেতনের সামান্ত সিপ্-সরকার;—যখন কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত কখন কখন গমনপূর্ব্বক জাহাজী গোরাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া বিপন্ন হইতেন, সেই সময়েই মূলাযোড়ের কোন দুঃখীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কন্যাটী দুঃখীর বটে, কিন্তু পরমাসুন্দরী ও সুলক্ষণশীলা। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই রামদুলাল আপন প্রভুর নিকট হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। দশ টাকা বেতনের সিপ-সরকার কিরূপে এই অসম্ভব পুরস্কার প্রাপ্ত হন, যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "দ্বিতীয় চরিতাষ্টক" নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।

রামদুলাল ঐ লক্ষ টাকাকে মূলধন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। রামদুলাল-পত্নীর মনে হইল, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াই তাঁহার স্বামী দিনমজুরের অবস্থা হইতে রাজা হইলেন। তাঁহার আনন্দ ও সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার ভাগ্যেই স্বামীর ধন

হইয়াছে, এই বিশ্বাস রামদুলাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। গৃহিণী তজ্জন্য সাতিশয় স্বাধীনতা লইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-গর্ব্বিণী গৃহিণীর এই স্বাধীনতামূলক অনেক আখ্যায়িকা আছে। অদ্য এই স্থলে তাহার দুইটী বিবৃত হইবে।

[illegible] সময়ে রামদুলাল সরকার সলাভে [illegible] করিবার জন্য ছয় শত বস্তা উৎকৃষ্ট চিনি ক্রয় করিয়া আপন বাটীর কোন নিরাপদ ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গৃহিণীর ইচ্ছামতে বাড়ীতে দীর্ঘকালের সংকল্পে পুরাণপাঠ হইতেছিল। তদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে প্রতি দিন বহুসংখ্যক রমণীর সমাগম হইত। তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়—গ্রীষ্মকাল। গৃহিণী দেখিলেন, শ্রোতৃরমণীগণ ক্লিষ্ট হইতেছেন। তিনি গামলায় ঐ চিনি ভিজাইয়া সেই বহুসংখ্যক স্ত্রীকে প্রতিদিন সরবৎ পান করাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অতিথিসেবা তিন চারি মাস যাবৎ চলিতে লাগিল। রামদুলাল ঐ সময় ঐ চিনির ক্রেতা পাইলেন। সওদাপত্র লেখা পড়া হইল। কিন্তু ক্রেতাকে ঐ চিনির ওজন দিবার সময় দেখিলেন,—ছয় শত বস্তা চিনির মধ্যে মোট চল্লিশ বস্তা চিনি ভাণ্ডারে মজুত আছে!! অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, তাঁহার দানশীলা উদারহৃদয়া গৃহিণী পাঁচ শত ষাইট বস্তা চিনি তাঁহার অজ্ঞাতে জলসাৎ করিয়াছেন!! এই ঘটনার একটু মধুময় উপসংহার আছে। তাহা পরে বলিব।

কোনও সময়ে রামদুলাল বনাতের একচেটে ব্যবসা করেন। ঐ বনাতের এক পৃষ্ঠ লালবর্ণ ও অন্য পৃষ্ঠ নীলবর্ণ। উহার প্রতি গজের মূল্য ৩০৲ টাকা। ঐরূপ বনাত কলিকাতায় আর কখনও আসে নাই। রামদুলাল বনাতের বস্তাগুলি নিজ বাড়ীর কোন উৎকৃষ্ট কোষে বিশেষ যত্নে রক্ষা করিয়া, ঐ বনাতের একচেটে ঠিক্ হইয়াছে কিনা, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এক দিন মাঘ মাসের অতি প্রত্যূষে খোলা ছাদে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাতঃস্নান করিয়া ঐরূপ বনাত গাত্রে দিয়া যাইতেছেন। তৎক্ষণাৎ দালালদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, কলিকাতায় যেখানে ঐ বনাতের এক টুক্‌রা যে মূল্যে পাও, ক্রয় করিয়া আনিবে। দালালগণ সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া সন্ধ্যাকালে রামদুলালকে জানাইল, কলিকাতা সহরের মধ্যে কোথাও ঐ বনাতের এক ইঞ্চি নাই। রামদুলাল দালালদিগের উপর বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—

"ঐ বনাত যদি কলিকাতার বাজারে নাই, তবে কি আকাশ হইতে পড়িয়াছে? আমি আপনার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিয়া তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাস করিব? তোমরা পুনরায় তন্ন তন্ন সন্ধান করিবে।"

রামদুলাল যখন বনাতের একচেটে করিয়া তাহার লাভাঙ্ক গণনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার দানশীলা গৃহিণী ভাবিতেছিলেন,—"এই মাঘমাসের শীতে প্রাতঃস্নানকারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ যদি এই বনাত গাত্রে দিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বড়ই আনন্দ হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া অনেকা দাসীর সাহায্যে ঐ বনাতের তিন গজ পরিমাণের এক এক চাদর কাটিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করেন। রামদুলাল বাজারে ঐ বনাত একটুকরাও না পাইয়া অবশেষে নিজ ভাণ্ডার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ঐ পর্য্যবেক্ষণে নিজ-গৃহিণীর কীর্ত্তি প্রকাশ পাইল। রামদুলাল কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—গৃহিণীই তাঁহার গৃহে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানা লক্ষ্মীস্বরূপা,—তাঁহার ভাগ্যেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন। এজন্য বনাতের যে কয় বস্তা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গৃহিণীর অনুষ্ঠিত মহান্ ব্রতের উদ্‌যাপন করাইয়া দিলেন।

রামদুলাল-গৃহিণী অনেক সময়ে এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সকল কার্য্যে ক্ষতি বা অসুবিধা যতই হউক না কেন, রামদুলাল কিছুই বলিতেন না। কিন্তু চিনি জলসাৎ করার সময় কিছু বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেননা, ঐ চিনি অপরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, অথচ তাহাকে দ্রব্য দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গৃহিণীকে বলেন,—

"তুমি আমার সৌভাগ্যের শনি!" বোধ হয়, অন্যবিধ গালি, বা কটূক্তি রামদুলাল-গৃহিণী সহিতে পারিতেন,—উপরি-উক্ত গালি সহিতে পারিলেন না। চক্ষু দুটি লাল হইল,—জলভরে টল টল করিতে লাগিল,—কহিলেন ;—

"আমি তোমার সৌভাগ্যের শনি?" এই কথা বলিয়াই বেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামদুলাল তখন আর কিছু বলিলেন না ;—আফিসে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন, গৃহিণী পূর্ব্বাবস্থায় গৃহমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন, স্নানাহার কিছুই করেন নাই—তখন রামদুলালের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। কুঠির পোষাকেই গৃহিণীর দ্বারদেশে গমনপূর্ব্বক অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন ;—কটূক্তি প্রয়োগ নিবন্ধন ত্রুটি স্বীকার করিলেন ;—অবশেষে অপরাধের দণ্ড স্বরূপ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া গৃহিণীর ক্রোধোপশম করিলেন। এরূপ ক্রোধ এবং এরূপ জরিমানা উভয়ই বড় মধুর॥